চন্দ্রধর।

শ্রীরামদয়াল দাস।

গ্রন্থকারের নিবেদন

গ্রন্থ রচনায় এই আমার প্রথম উদ্যম। সাহিত্যজগতে যশোলাভ করা এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য নহে; কিঞ্চিৎ অর্থলাভই এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য। নানারূপ দুঃখে, বিপদে ও দারিদ্র্যে চন্দ্রধরের চরিত্র স্মরণ করিয়া, শান্তি লাভ করিয়া থাকি। এখন কঠোর ঋণ-ভারে প্রপীড়িত হইয়া সেই মহাপুরুষেরই আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। তাঁহারই মহচ্চরিত্র অবলম্বনে এই ক্ষুদ্র উপাখ্যান রচনা করিয়া, সর্ব্বসাধারণের দ্বারে উপস্থিত হইলাম আশা করি সহৃদয় মহাত্মাগণ আমার প্রতি কৃপা দৃষ্টি করিয়া আমার উদ্দেশ্য সফল করিবেন।

[illegible] আষাঢ়
১৩১৭ বাং

শ্রীরামদয়াল দাস।

ভূমিকা

মনসাদেবী পরম-শক্তিশালিনী, ভোগৈশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সাধারণ লোকে ধন সম্পদের পূজা করে, প্রবল শক্তির নিকট মস্তক নত করে, সুতরাং প্রায় সকল লোকই মনসা দেবীর উপাসক। কিন্তু যাহারা অসাধারণ লোক, জগতে কোন মহৎ কার্য্য সাধন করিবার জন্য যাহাদের জন্ম, তাঁহারা তাঁহার উপাসক হইতে পারেন না। সেই মহৎকার্য্য সাধনই ইঁহাদের জীবনের লক্ষ্য; ভোগৈশ্বর্য্যের প্রতি তাঁহারা উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া থাকেন; এজগতের কোন এক শক্তির সঙ্গে তাঁহাদের সংগ্রাম করিতে হয়। প্রবল রাজশক্তি অথবা সমাজ শক্তি তাঁহাদিগকে নিষ্পেষণ করিতে চায়। কিন্তু পরিণামে সেই শক্তিই আবার অনুকূল হইয়া তাঁহাদের সেই মহৎকার্য্যের সহায় হয়। চন্দ্রধরের আখ্যায়িকায় ইহাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

মনসা দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করাই পৌরাণিক কবিগণের প্রধান উদ্দেশ্য; রাবণের বীরত্বের বর্ণনা না করিলে রামের শক্তি বুঝা যায় না। পদ্ম পুরাণের কবিগণও মনসা দেবীর প্রবল শক্তির পরিচয় দিবার জন্যই চন্দ্রধরের দৃঢ়তা প্রভৃতি গুণের বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু স্থানে ২ তাঁহার প্রতিপক্ষের সম্মুখে আনিয়া তাঁহাকে উপহাসাস্পদ করিয়াছেন। এই উপাখ্যানের স্থল বিশেষে আমাকে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তনে আমার উদ্দেশ্য কতদূর সফল হইয়াছে বলিতে পারি না; বিজ্ঞ পাঠক মহোদয়গণ তাহার বিচার করিবেন। ইতি

চন্দ্রধর ।

পুরাকালে চম্পক নগরে এক ধনবান বণিক বাস করিতেন। তাঁহাকে লোকে সাধারণতঃ চান্দ সদাগর বলিয়া জানিত। তিনি বানিজ্য ব্যবসায় দ্বারা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছিলেন লোকে তাঁহাকে রাজা বলিত ও রাজার ন্যায় সম্মান করিত। তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেও বিষয়ের কীট ছিলেন না, সৎপথে ধন উপার্জ্জন করিতেন, এবং সৎকাজে মুক্ত হস্তে ব্যয় করিতেন। তিনি সংসার-মোহে আচ্ছন্ন ছিলেন না। তিনি পরম জ্ঞানী শিবভক্ত ছিলেন। এবং তাহার উপাস্য দেবতার ন্যায় তিনি সংসারে একরূপ নির্লিপ্ত ছিলেন। তিনি কাম্য বস্তুর লাভে আনন্দে অধীর অথবা তাহার বিনাশে, আত্মহারা হইতেন না। তিনি তাঁহার উপাস্য দেবতা ভিন্ন অন্য দেবতার পূজা করিতেন না।

চন্দ্রধর গুণবান ছয়টী পুত্র সন্তান লইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে ছিলেন। কিন্তু দৈবদোষে দেবী মনসার সহিত তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হইল। মনসাদেবী পৃথিবীতে তাঁহার পূজা প্রচারের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। কাহাকেও ধনের প্রলোভন দেখাইয়া অথবা কাহাকেও সর্পভয় দেখাইয়া, পূজা আদায় করিতে ছিলেন, কিন্তু ইহাতে জন কয়েক মাত্র লোকেই তাঁহার পূজা করিত। তিনি বিধাতার কাছে প্রার্থনা করিলেন, যেন জগতে তাঁহার পূজা বিশেষ ভাবে প্রচারিত হয়। বিধাতা বলিলেন যে যদি চান্দ সদাগর হইতে তিনি পূজা আদায় করিতে পারেন, তবেই জগতে তাঁহার পূজা প্রচারিত হইবে নতুবা নহে।

দেবী মনসা চান্দসদাগর হইতে পূজা আদায় করিবার জন্য, এক দিন চান্দসদাগরকে দেখা দিয়া বলিলেন "দেখ সদাগর! আমি মনসা, লোকে আমার অনুগ্রহে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া থাকে, আমি অনুকূল থাকিলে তাহাদের ধন ভাণ্ডার অক্ষয় হয়, আমি প্রতিকূল হইলে মুহূর্ত্তে সকলই বিনষ্ট হইয়া যায়। তুমি আমার পূজা কর, তবে তোমার ধন জন বৃদ্ধি পাইবে, তুমি পরম সুখে কালযাপন করিতে পারিবে। তোমার সন্তান সন্ততিরা অতুল সম্পদের অধিকারী এবং পরম সৌভাগ্যশালী হইবে"। চন্দ্রধর অবিচলিত চিত্তে, যথেষ্ট বিনয় সহকারে উত্তর করিলেন, "আমি মহাদেবের উপাসক, আত্ম শুদ্ধিই আমার কামনা। উপাস্য দেবতার আদর্শ হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁহার ন্যায় নির্ব্বিকার হইতে চাই। আমার ধন জন আছে বটে, আমার কিসে মঙ্গল হইবে আমার উপাস্য দেবতাই জানেন। তাঁহার ইচ্ছা হইলে আমার ধন জন বৃদ্ধি হইবে, তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক; সুখ সম্-

দ্ধির আকাঙ্খী হইয়া আমি অন্য দেবতার পূজা করিতে পারিনা। দেবি! আপনি আমায় ক্ষমা করুন।" চন্দ্রধরের এই উত্তরে দেবী ক্ষুণ্ন হইয়া বলিলেন "দেখ সদাগর, তুমি স্বেচ্ছায় আপন সর্ব্বনাশ করিও না, আমি কুপিত হইলে তোমার ধন জন কিছুই থাকিবে না। নাগগণ আমার আজ্ঞাধীন, আমি প্রতিকুল হইলে তোমার রক্ষা নাই"। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ চন্দ্রধর বলিলেন "যাহা হবার তাহাই হউক, আমি যে হস্তে এত দিন মহাদেবের পূজা করিয়া আসিয়াছি, সে হস্ত অন্য দেবতার পূজায় নিয়োজিত হইবে না, যে চক্ষু এত দিন তাঁহার ধ্যান করিয়া আসিয়াছে, সুখে, দুঃখে সেই চক্ষু তাঁহারই চরণ পানে চাহিয়া রহিবে; ভ্রমে ও অন্য পানে চাহিবে না"। চন্দ্রধরের দারুণ প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া দেবী রুষ্টা হইলেন। মানুষ হইয়া তাঁহার প্রতি এরূপ উপেক্ষা প্রদর্শন করিবে, ইহা তাঁহার সহ্য হইল না। তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহার রক্তবর্ণ চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। তিনি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন "তোমার ধন সম্পদ সকলই বিনষ্ট হইবে, কোন দেবতাই তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবেন না।" চন্দ্রধরের বীর হৃদয় একটুও কম্পিত হইল না। তিনি সগর্ব্বে বলিয়া উঠিলেন "আমার ইষ্ট দেবতা ভিন্ন অন্য কাহারও সন্তোষ অথবা অভিশাপের প্রতি, আমার ভ্রূক্ষেপ নাই। আপনি এখন বিদায় হউন আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন"। এই বলিয়া চন্দ্রধর দেবীর প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া রহিলেন। মনসা দেবী চন্দ্রধরকে অভিসম্পাৎ করিতে করিতে অন্তর্হিত হইলেন।

কিছু দিনের মধ্যেই চন্দ্রধরের ছয়টী পুত্রের সর্পাঘাতে মৃত্যু

হইল। শঙ্কর গারুড়ী নামে চন্দ্রধরের এক বন্ধু ছিলেন। তাঁহাকে লোকে ধন্বন্তরী বলিত। তিনি আসিয়া চন্দ্রধরের পুত্রগণকে পুনর্জ্জীবন দান করিলেন।

মনসা দেবী দেখিলেন ধন্বন্তরীকে বিনষ্ট করিতে না পারিলে, তিনি চন্দ্রধরের সঙ্গে বিবাদে জয়ী হইতে পারিবেন না। ধন্ব-ন্তরীকে বিনষ্ট করা বড় সহজ নহে। কারণ সর্পগণ তাহার নাম শুনিলেই দূরে পলাইয়া যায়। যাহা হউক মনসা দেবীর অনেক চেষ্টায় ও কৌশলে তক্ষক সাপ কর্ত্তৃক দংশিত হইয়া, ধন্বন্তরী মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। পাছে কোন ওঝা দ্বারা ধন্বন্তরী পুনর্জ্জীবিত হন এই আশঙ্কায় ধন্বন্তরীর দেহ মনসাদেবী কর্ত্তৃক অপহৃত হইল। এখন মনসা দেবীর সুযোগ উপস্থিত হইল, তাঁহারই কৌশলে একটী ২ করিয়া চন্দ্রধরের ছয়টী সন্তানই সর্পা-ঘাতে নিহত হইল। অনেক ওঝার চেষ্টায়ও কিছুই হইল না। সর্পদংশনে মৃত ব্যক্তির দেহ দাহ করিতে নাই, এজন্য তাহাদের দেহ ভেলায় করিয়া ভাসাইয়া দেওয়া হইল। মনসা দেবীর অনুচরেরা তাহাদের দেহ ভেলা হইতে উঠাইয়া লইয়া সযত্নে রক্ষা করিল। তাহাদের দেহ যাহাতে বিনষ্ট হইয়া না যায় তাহার বন্দোবস্ত করিল।

চন্দ্রধরের গৃহ মরুভূমি হইল। ছয়টী বিধবা পুত্রবধূ লইয়া চন্দ্রধরের স্ত্রী সনকাদেবী কি কষ্টে দিন যাপন করিতেছিলেন তাহার কি বর্ণনা করিব। সময় ২ তাঁহাদের গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিলে, পাড়া প্রতিবাসীরা তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিতে আসিয়া আপনারা কাঁদিয়া আকুল হইত। কেন এমন হইল, চন্দ্রধর কেনইবা মনসাদেবীর সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন, কেনই বা

মনসা দেবীর পূজা করিয়া বিপদমুক্ত হন না, তাহারা এই সকল আলোচনা করিত। কেহ কেহ বলিত চন্দ্রধরের বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, নতুবা কেন তিনি এরূপে আপনার সর্ব্বনাশ সাধন করিবেন, কিন্তু এবিষয় তাঁহাকে কিছু বলিতে অথবা জিজ্ঞাসা করিতে কেহই সাহসী হইত না। সুনকারও অনেক সময় মনে হইত, তাঁহার স্বামী কেন এমন করিতেছেন। সকলেই সুনকা দেবীকে তাঁহার স্বামীকে প্রবোধ দিবার জন্য বলিত, কিন্তু তিনি তাঁহার স্বামীকে মহাজ্ঞানী মহাপুরুষ বলিয়া জানিতেন, তিনি তাঁহাকে আর কি প্রবোধ দিবেন। কোন কোন সময় দুই একটী কথা বলিতে মনে করিলেও, তাঁহার সাক্ষাতে আসিয়া কিছুই বলিতে পারিতেন না, কেবল কাঁদিয়া আকুল হইয়া পড়িতেন; চন্দ্রধর তাঁহার মনের সকল কথাই বুঝিতে পারিতেন, তাঁহার হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিত, তিনিও স্ত্রীকে কোন কথা বলিতে পারিতেন না। তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া যাইত, ক্ষণকাল নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া তিনিও সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতেন।

চন্দ্রধর কখন ২ উর্দ্ধদিকেদৃষ্টি করিয়া তাঁহার উপাস্য দেবতার উদ্দেশে যোড়হাতে বলিতেন, "প্রভু, কেন এমন করিলে তাহা তুমিই জান! এবিষম পরীক্ষার সময়ে হৃদয়ের বল বৃদ্ধি কর। তোমার প্রতি আমার অচলা ভক্তি যেন চিরদিন সমভাবে থাকে"।

এদুঃখ দুর্দ্দিনে চন্দ্রধরের আর একটী পুত্র সন্তান জাত হইল। তাঁহার নাম লক্ষ্মীধর রাখা হইল। চন্দ্রধর ভাবিলেন "এ আবার নূতন বন্ধন কেন"? তিনি জানিতেন মনসা দেবীর কোপানলে এ সোনার কমলকেও আহুতি দান করিতে হইবে। তাই তিনি এই সন্তান হইতে দূরে থাকিতেন। সুনকাদেবী হৃদয়ের সকল

স্নেহ এই সন্তানের উপর ঢালিয়া দিলেন। কিন্তু ভাবী বিপদাশঙ্কায় চন্দ্রধরের অশান্তি বৃদ্ধি পাইল। তিনি সততই তাঁহার ইষ্টদেবতার কাছে প্রার্থনা করিতেন যে তাঁহার পরীক্ষা যতই কঠোর হইবে সেই পরিমাণে যেন তাঁহার হৃদয়ের বলবৃদ্ধি হয়। মনসা দেবীর প্রতি ক্রমেই তাঁহার ঘৃণা ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি ভাবিতেন, যে দেবতা ধন সম্পদের প্রলোভন অথবা দুঃখ দুর্গতির ভয় দেখাইয়া জগতে পূজা চাহিয়া বেড়ায় সে দেবতা কি পূজার যোগ্য? তাঁহার পূজায় ধন সম্পদ লাভ হইলে হইতে পারে, কিন্তুভোগবাসনার বন্ধন বৃদ্ধি পায়। শান্তি অথবা মুক্তিলাভ সে পূজায় কখনই হইতে পারে না।

সুনকা দেবীর যত্নে লক্ষ্মীধর দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; তাঁহার স্নেহের পুত্তলীকে রক্ষা করিবার জন্য সকল দেবতারই আরাধনা করিতেন। স্বামীকে ক্ষমা এবং লক্ষ্মীধরকে দয়া করিবার জন্য মনসা দেবীর কাছে সুনকা দেবী যে প্রার্থনা না করিতেন এমন নহে কিন্তু স্বামীর অনুমতি নাই বলিয়া কেবল বাড়ীতে ঘট বসাইয়া মনসা দেবীর পূজা করিতে পারিতেন না। এ সম্বন্ধে চন্দ্রধরকে কোন কথা বলিতে সাহস হইত না। চন্দ্রধর সর্প ভয় নিবারক নানারূপ বিটপী বাড়ীর চতুর্দ্দিকে রোপন করি-লেন, নানা দেশ হইতে সাপের ওঝাদিগকে বাড়ীতে আনিয়া বৃত্তি দিয়া রাখিলেন ও তাহাদিগকে লক্ষ্মীধরের রক্ষক নিযুক্ত করিলেন। প্রতিবাসীরা লক্ষ্মীধরকে অসাধারণ শিশু বলিয়া মনে করিত। তাহার সুন্দর সুকোমল মূর্ত্তি, বালজনোচিত মাধুরী ও ভাবভঙ্গী সকলই তাহাদের নিকট অসাধারণ বলিয়া বোধ হইত। গৃহে অশান্তি হইলে সুনকা দেবীর গৃহে আসিয়া তাহারা প্রাণ জুড়াইত

পুত্র শোকাতুরা লক্ষ্মীধরকে ক্রোড়ে লইয়া পুত্র শোক বিস্মৃত হইত। লক্ষ্মীধরের মঙ্গলের জন্ত প্রতীবাসীরা দেবতাগণের অশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিত। কেহ কেহ বলিত চন্দ্রধর পরম শিবভক্ত, চন্দ্রধরের দুঃখে মহাদেব কখনই স্থির থাকিতে পারেন না; তাই চন্দ্রধরের দগ্ধ প্রাণে শান্তি দিবার জন্য স্থনকার গর্ভে কোন দেবত্তাকে প্রেরণ করিয়াছেন। স্থনকা দেবী লক্ষ্মীধরকে প্রাপ্ত হইয়া কতক শান্তি লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু চন্দ্রধরের অবস্থা অন্যরূপ এই সন্তানের মঙ্গলের জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক তাহা তিনি সকলই করিয়াছেন। তাহার লালন পালনে যাহাতে কোন রূপ ক্রটী না হয় সেই সকল বন্দোবস্ত সকলই করিতেছেন, কিন্তু তিনি এক দিনও সেই শিশুকে কোলে করেন নাই। যে শিশু পাড়া প্রতিবাসীর প্রাণ কাড়িয়া লয় তিনি পিতা হইয়াও এক দিন সেই শিশুর মুখ ভাল করিয়া দেখেন নাই। তাই বলিয়া তাঁহার হৃদয় স্নেহ মমতা শূন্য ছিল না। মানুষের হৃদয় কখনই অপত্য স্নেহ বিহীন হইতে পারে না। মনসা দেবীর আক্রোশ যে সহজে নিবৃত্ত হইবার নহে তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়া ছিলেন। স্নেহের বন্ধন যত দৃঢ় হইবে পরিণাম তাহার কাছে ততই তীব্র, যন্ত্রনা দায়ক হইবে। তিনি সময়ে সময়ে এই শিশু সম্বন্ধে তাহার উপাস্য দেবতাকে বলিতেন; "প্রভু তোমার ধন তুমিই দিয়াছ, আমি তাহাকে তোমার পদেই সমর্পণ করিলাম। যত দিন আমার কাছে রাখিবে আমি যেন তাহার প্রতি আমার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারি। আমাকে কর্ত্তব্য পালনে অক্ষম দেখিলে অথবা তোমার ইচ্ছা হইলে তুমি তাহাকে তোমার কোমল ক্রোড়ে তুলিয়া

লইও; কিন্তু কিছুতেই যেন তোমার প্রতি আমার অনুরাগের হ্রাস না হয়”।

সুনকাদেবী চন্দ্রধরের মনোভাব কিছুই বুঝিতে পারিতেন না স্বামীর ঔদাসীন্যকে তিনি চিত্ত বিকারের লক্ষণ বলিয়া মনে করিলেন। তিনি ভাবিলেন, দারুণ পুত্রশোকে তাঁহার স্বামীর হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এই চিত্ত বিকারে তিনি চন্দ্রধরের ঘোর অনিষ্টাশঙ্কা করিতে লাগিলেন। পুত্র শোকাতুরা পতি প্রাণার হৃদয় আকুল হইয়া পড়িল, তিনি স্বামীর এই মানসিক রোগের প্রতিকারের জন্য বিশেষ যত্নবতী হইলেন। তিনি মনের দুঃখ মনেই চাপিয়া রাখিয়া বাহিরে প্রসন্নভাব দেখাইতেন, মৃত সন্তানগণের প্রসঙ্গ কাহাকেও উত্থাপন করিতে দিতেন না, বিধবা পুত্রবধুগণকে নানা কাজে ব্যাপৃত রাখিয়া অন্যমনস্ক করিতে চেষ্টা করিতেন, এবং একটী শোকের কথাও যাহাতে কাহারও মুখ হইতে বাহির না হয়, এবং স্বামীর অপ্রিয় একটী কাজও যেন কাহারও দ্বারা অনুষ্ঠিত না হয় তৎপ্রতি বিশেষ সতর্ক হইলেন। স্বামীর সঙ্গে দেখা হইলে নানা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া তাঁহার মন প্রফুল্ল করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি ভাবিতেন, চন্দ্রধর একবার লক্ষ্মীধরের সুকুমার মূর্ত্তিতে যদি সেই স্বর্গীয় মাধুরী দেখিতে পাইতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার এই অবসাদ দূর হইত। এই উদ্দেশ্যে তিনি সতত লক্ষ্মীধরকে চন্দ্রধরের সম্মুখে আনিয়া কত আমোদ-আহ্লাদ করিতেন, লক্ষ্মীধরের বালজনোচিত ভাবভঙ্গী ও অমিয় মাখা অস্পষ্টস্বরে নিজে মোহিত হইয়া যাইতেন এবং চন্দ্রধরকেও মোহিত করিবে

বলিয়া আশা করিতেন; কিন্তু ইহাতে চন্দ্রধরের কোন রূপ ভাব-বিপর্য্যয় দেখা যাইত না। তিনি গম্ভীর ভাবেই খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া যাইতেন।

চন্দ্রধর গৃহে আসিয়াও শান্তি পাইতেন না, বিষয় কর্ম্মেও মন যাইতনা। কর্ম্মী পুরুষের নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকাও বড় কষ্টকর; চন্দ্রধর এক বার বহির্বাণিজ্যে যাইবার মন করিলেন। সুনকা দেবী ইহা জানিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। স্বামীকে কত অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলেন যে, এখন বাণিজ্য দ্বারা কোন লাভই করিতে পারিবেন না, বিধাতা অপ্রসন্ন আছেন, বাণিজ্য করিতে গিয়া কোন বিপদগ্রস্ত হইতে পারেন, যত দিন ভাগ্য প্রসন্ন না হয় তত দিন কোন কিছু না করিয়া স্থির থাকাই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ একটী পুত্র মাত্রই আছে, তাহারও কোন ভরসা নাই, তবে আর অধিক ধনের প্রয়োজন কি? চন্দ্রধর স্ত্রীকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, ধনের প্রয়োজন সকল অবস্থায়ই আছে, পুত্র না থাকিলেও নানা সদনুষ্ঠানে ধন ব্যয় করা যাইতে পারে, কত নিরাশ্রয় ব্যক্তি তাহার হাতের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, তাহারা কি পুত্রের তুল্য পালনীয় নহে? অনিশ্চিত বিপদাশঙ্কায় তিনি নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না। উদ্যোগী সাহসী পুরুষের প্রতি ভাগ্য চির দিন অপ্রসন্ন থাকিতে পারে না। এই রূপ নানা কথা বলিয়া সুনকাকে প্রবোধ দিলেন, কিন্তু সুনকার মন মানিল না, তিনি কেবল কাতর বচনে এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বলিতে লাগিলেন। অবশেষে স্বামীর পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। চন্দ্রধরের প্রাণে আঘাত লাগিল, তিনি

সুনকা দেবীর মর্ম্মবেদনা অনুভব করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া ক্ষণ-কাল নীরবে বসিয়া রহিলেন। সুনকা দেবী একটু স্থির হইলে অতি ধীর ও মিষ্ট স্বরে তাঁহাকে বলিলেন "সংসারে সকলেই সুখের কামনা করিয়া থাকে, কিন্তু অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই সুখ ঘটিয়া থাকে, মানবের শক্তি এত সঙ্কীর্ণ যে শত চেষ্টা করিয়াও মানুষ দুঃখকে বারণ করিতে পারে না; যাঁহারা দুঃখের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকেন তাঁহাদের নিকট দুঃখের বেগ মৃদু আকার ধারণ করে, কিন্তু জগতের সুখ দুঃখ ক্ষণ স্থায়ী, এজগতের, সুখ ও দুঃখে মানবের কোন হাত নাই কিন্তু পর জগতের সুখ দুঃখের সৃষ্টিকর্ত্তা মানব নিজেই। তিনি বেশ বুঝিতে পারিতেছেন, এসংসারে তাঁহার কঠোর পরীক্ষা দিতে হইবে। সুনকা দেবী তাঁহার সহধর্ম্মিনী, তাঁহাকেও কঠোর পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে; হৃদয় কঠোর করিতে হইবে, পরজগতের দিকে চাহিয়া এজগতের সুখ দুঃখকে অগ্রাহ্য করিতে হইবে। সুনকা দেবী এই উপদেশের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন কি না তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু তিনি তাঁহার স্বামীকে বেশ জানিতেন; বুঝিতে পারিলেন যে এই দৃঢ় সঙ্কল্পপুরুষের সঙ্কল্প পরি-ত্যাগ করান কোন ক্রমেই তাঁহার সাধ্য নহে; তাঁহার এসঙ্কল্পে এখন আর বাধা দিলে কেবল মনঃক্ষুণ্ণই হইবেন; আর কোন ফল হইবে না। এই ভাবিয়া তিনি শান্ত ভাব ধারণ করিলেন।

চন্দ্রধর বাণিজ্য যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মী-ধরের রক্ষণাবেক্ষণের সুবন্দোবস্ত করিলেন, লক্ষ্মীধর থাকিবার জন্য এক খানি লৌহ-গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। সেই লৌহ গৃহ অর্গলাবদ্ধ হইলে মক্ষিকা প্রবেশের পথ ও থাকে না। সর্পভয় নিবারক ঔষধ

সমূহ গৃহের চতুর্দ্দিকে রক্ষিত হইল। সর্পের ওঝাগণ দিবা রাত্র প্রহরী রূপে নিযুক্ত রহিলেন। বাড়ীতে যে সমস্ত সদনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত ছিল, তাহা যাহাতে অব্যাহত রূপে অনুষ্ঠিত হয় তাহার উপায় বিধান করিলেন। এই সকল সুবন্দোবস্ত করিয়া চন্দ্রধর বাণিজ্য যাত্রা করিলেন। সুবৃহৎ চতুর্দ্দশ খানি সমুদ্রতরী বিবিধ পণ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ হইল। বিশ্বস্ত অনুচর ও নাবিক সমভিব্যাহারে চন্দ্রধর সমুদ্র পথে বাণিজ্য যাত্রা করিলেন। অনুকুল পবনে তরণী-গুলি নিরাপদে বহিয়া চলিল। চন্দ্রধর বাণিজ্য ব্যাপারে সুপটু, কোথায় কোন দ্রব্য প্রচুর লাভে বিক্রীত হইত তাহা তিনি সবিশেষ অবগত ছিলেন। লঙ্কা প্রভৃতি স্থানে অনেক দিন ঘুরিয়া পণ্য দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ের দ্বারা বিশেষ লাভবান হইয়া অবশেষে নানা ধন রত্নে তরণীগুলি পরিপূর্ণ করিয়া চন্দ্রধর গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অনেক দিন নিরাপদে বহিয়া তরণীগুলি কুলের অনতিদূরে আসিয়া পহুঁছিল। মনসাদেবী এসময় আর এক বার চন্দ্রধরকে বিশেষ শাস্তি দিতে উদ্যোগী হইলেন। এক দিন সুনির্ম্মল আকাশে নবসূর্য্যোদয়ে চন্দ্রধর সমুদ্র-শোভা নিরীক্ষণ করত বিমোহিত চিত্তে বিশ্বস্রষ্টার অনন্ত শক্তি ও অপার মহিমার কথা চিন্তা করিয়া ভক্তিরসে প্লাবিত হইতেছেন, এমন সময়ে মনসা দেবীর অনুরোধে প্রকৃতিদেবী স্বীয় চিত্তবিমোহিনী মূর্ত্তি অপসারিত করিয়া ভীমাকৃতি ধারণ করিলেন।

সহসা সুন্দর সুনীল নভোমণ্ডল নীবিড় ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইল। মুহুর্ম্মুহু অশনিনিনাদে মরজগতে মহা আতঙ্কের সঞ্চার করিল।

ঘন ঘন তড়িল্লতা প্রকাশে বোধ হইতে লাগিল যেন পলকে প্রলয়াগ্নির উদ্ভব হইয়া ত্রিজগৎ ভস্মীভূত হইবে। সঙ্গে সঙ্গে মরুৎও আপন বিক্রম প্রকাশে বিশেষ যত্নবান হইলেন। পর্ব্বতপ্রমান উত্তাল তরঙ্গমালায় সমুদ্র ভীষণাকার ধারণ করিল। এ দুর্য্যোগের প্রারম্ভেই চন্দ্রধরের তরণীগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। চন্দ্রধর যে তরণীতে ছিলেন, তাহার নাবিকেরা প্রাণভয়ে অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি তাহাদিগকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন যে, বিপদে অধীর হইয়া কোন ফল নাই, বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বনই শ্রেয়ঃ; যত ক্ষণ পর্য্যন্ত তরণী জলমগ্ন না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত সকলে উপাস্য দেবতার নাম স্মরণ পূর্ব্বক আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তরণীকে রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইবে। চন্দ্রধরের প্রবোধবাক্যে ও তাঁহার প্রশান্ত ভাবদর্শন করিয়া তাহারা কতক আশ্বস্ত হইয়া প্রাণপণে তরণী রক্ষা করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সকলই নিষ্ফল। ক্ষণেকেই তরণী জলমগ্ন হইল। অতল জলে কে কোথায় লুকাইল, তাহার সন্ধান কে বলিবে? চন্দ্রধর ভগ্নমাস্তুলের একখণ্ড প্রাপ্ত হইয়া সজোরে ধরিয়া রহিলেন। তরঙ্গের আঘাতে একবার জলের নিম্নে ও একবার জলের উপরে ভাসিতেছেন। চন্দ্রধর উপাস্য দেবতার নাম করিতে করিতে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন। কখনও বলিতেছেন, "প্রভু, আমি মহাপাপী, তাই এ জগতে তোমার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ ঘটিল না, পর জগতে যেন তোমার দর্শন লাভে বিলম্ব না হয়। প্রভু, তুমি দয়া না করিলে কেহ কি সাধনের দ্বারা তোমাকে লাভ করিতে পারে, আমি সাধন বিহীন,

তোমার দয়াই আমার একমাত্র ভরসা, প্রভু পতিত পাবন, এ পতিত জনে ত্রাণ কর"।

চন্দ্রধরের শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল, এমন সময়ে মনসা দেবীর মায়ায় সমুদ্র জলে পদ্মবনের সৃষ্টি হইল। চন্দ্রধর দেখিলেন, সে পদ্মবনে তরঙ্গের তেমন প্রভাব নাই, এই প্রবল তরঙ্গমধ্যেও পদ্মপত্রগুলি আলোড়িত হইতেছে না। প্রাণ রক্ষার উপায় মনে করিয়া চন্দ্রধর প্রাণপণে সেই দিকে ধাবিত হইতে চেষ্টা করিলেন। একটু অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ, এমন সময়ে জলদ গম্ভীর স্বরে সমুদ্র কল্লোল শব্দে কে যেন চন্দ্রধরকে বলিয়া উঠিল "জয় পদ্মাদেবী ব'লে পদ্মবনের দিকে অগ্রসর হও, রক্ষা পাইবে"। ঘৃণা ও অভিমানে চন্দ্রধরের হৃদয় গর্জ্জিয়া উঠিল। তাঁহার মনে পড়িল, মনসা দেবীর অপর নাম পদ্মা, পদ্মবনেই তাঁহার জন্ম, এই পদ্মবনই তাঁহার ও তাঁহার অনুচর বর্গের প্রিয় বিহার ক্ষেত্র, হয়ত তাহারই মায়ায় এই সমুদ্রজলে পদ্মবনের সৃষ্টি হইয়াছে। মনসাদেবী তাহার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় পুত্রগণকে বিনষ্ট করিয়াছেন, তাহার উপকার করিতে গিয়া তাহার প্রিয় সখা শঙ্কর ধন্বন্তরী মনসা কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন; সম্ভবতঃ আজ তাহারই কৌশলে প্রিয় অনুগত ভৃত্য ও অনুচরদিগকে অতল জলে বিসর্জ্জন দিয়াছেন আর তিনি এখন প্রাণের মায়ায় সেই দেবী না রাক্ষসীর আশ্রয় গ্রহণ করিবেন! তাহা কখনই হইতে পারে না। চন্দ্রধর মৃত্যু সঙ্কল্প করিয়া সবলে সেই দিক হইতে ফিরিলেন। এমন সময়ে একটী প্রবল তরঙ্গের আঘাতে চন্দ্রধরের অবলম্বন সেই কাষ্ঠখণ্ড ও সরিয়া গেল। মৃত্যুর

আর বিলম্ব নাই দেখিয়া চন্দ্রধর প্রাণরক্ষায় নিশ্চেষ্ট হইয়া একাগ্রমনে উপাস্য দেবতার ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। মনসাদেবী দেখিলেন, সমুদ্রজলে আজ চন্দ্রধরের প্রাণবায়ু বহির্গত হইলে জগতে আর তাহার পূজা প্রচারিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। তখন তিনি জলাধিপতি বরুণকে চন্দ্রধরের প্রাণ রক্ষার উপায় করিতে আদেশ করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যেই একটী প্রবল ঢেউ আসিয়া চন্দ্রধরকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় সমুদ্রতীরে ফেলিয়া দিল।

এদিকে একে একে চন্দ্রধরের সকলতরণীই আরোহী ও নাবিকগণ সহ অতল জলে নিমগ্ন হইল। মনসা দেবীর আদেশে আরোহী ও নাবিকেরা নাগগণ কর্ত্তৃক অর্দ্ধচৈতন্যাবস্থায় পাতাল পুরীতে নীত হইয়া সেখানে বন্দীরূপে রহিল; চন্দ্রধরের ধনরত্ন ও তরণীগুলিও পাতালপুরীতে নীত হইয়া নাগগণ কর্ত্তৃক সযত্নে রক্ষিত হইল।

চন্দ্রধর কতকক্ষণ অচেতনাবস্থায় থাকিয়া সংজ্ঞালাভ করিলেন। তখনই যোড় হস্তে উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিয়া ইষ্ট দেবতাকে বলিতে লাগিলেন, "এ বিপদেও যখন প্রাণ বহির্গত হয় নাই, তখন আশা হইতেছে ইহজগতেই তোমার প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ ঘটিবে"। চন্দ্রধর ক্ষণকাল বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া ইষ্ট দেবতার চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। চন্দ্রধরের সে সময়ের প্রাণের অবস্থা আমার কল্পনার অতীত। সাধক তাহা নিজেই উপলব্ধি করিবেন।

চন্দ্রধরের যখন ধ্যান ভঙ্গ হইল, তখন তিনি ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া আহার্য্য বস্তু লাভের আশায় ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। অদূরে সুপক্ক কদলী ফলের পরিত্যক্ত বল্কল দৃষ্টি

গোচর হইল; তদ্দ্বারা জঠরজ্বালা নিবারণ করিবার মানসে তাহা কুড়াইয়া লইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ভাগ্যে তাহাও মিলিল না।

মনসাদেবী দেখিলেন, এই বল্কল কোন নীচ জাতি কর্ত্তৃক কদলী ভক্ষিত হইয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। হীন জাতির উচ্ছিষ্ট সেবনে চন্দ্রধর জাতিভ্রষ্ট হইলে তাহার পূজায় মনসা দেবীর কোন ফলই হইবে না। অমনি এক ঝটিকা বাতাসে কদলীবল্কল শূন্যে উত্থিত হইয়া কোথায় নিক্ষিপ্ত হইল চন্দ্রধর তাহা দেখিতে পাইলেন না।

চন্দ্রধর লোকালয়ের সন্ধানে চলিলেন। এক দিক লক্ষ্য করিয়া সবেগে ধাবিত হইলেন ও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া পথের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন। সেই পথে চলিতে চলিতে চন্দ্রধর এক কানন মধ্যে প্রবেশ করিলেন, সেই কানন পথে কিছু দূর অগ্রসর হইলে পর দিবাকর অস্তাচলগামী হইলেন; রজনীর অন্ধকারে ও হিংস্র জন্তুগণের বিকট চীৎকারে কানন ভূমি অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। চন্দ্রধর আর পথ চলিতে পারিলেন না। এক বৃক্ষে আরোহণ করিয়া রজনী যাপন করিলেন। রজনী প্রভাতে ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া চন্দ্রধর বন মধ্যে কোন আহারীয় ফলের সন্ধান করিতে লাগিলেন। মনসাদেবীর মায়ায় চন্দ্রধরের দৃষ্টিভ্রম ঘটিল। নিকটেই এক বৃক্ষের অনতি উচ্চ শাখায় ভীমরুলের বাসা ছিল, ইহা কাঁঠাল বলিয়া চন্দ্রধরের নিকট প্রতীয়মান হইল। চন্দ্রধর বৃক্ষে আরোহণ করিয়া ইহা পাড়িবার জন্য যেই হাত বাড়াইয়াছেন অমনি ভীমরুলের

কামড়ে ক্ষত বিক্ষত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়াগেলেন। ভীমরুলের পাল তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে হুল ফুটাইতে লাগিল। এই দুর্দ্দমনীয় শত্রুগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য চন্দ্রধর সবেগে দৌড়াইলেন। সমস্ত শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল, কতক্ষণ এইরূপ সংগ্রামের পর চন্দ্রধর কানন হইতে বহির্গত হইলেন. ও ভীমরুলের পাল তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে হুল ফুটাইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া গেল। বিষের যন্ত্রণায় চন্দ্রধর একেবারে কাতর হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্বেই ক্ষুধা তৃষ্ণায় একেবারে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহার উপর এই বিষের যন্ত্রণা। চন্দ্রধর অচল হইয়া মাটীতে পড়িয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সমস্ত শরীর ফুলিয়া ভীষণাকার হইল, অতিকষ্টে নিশ্বাস বহিতেছে, তখনও ক্ষীণ কণ্ঠে "শিব শিব" বলিতেছেন। হায়! মানবের ভাগ্য কি চঞ্চল! যে চন্দ্রধরের পাতে নানা উপাদেয় খাদ্য উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়া রহিত, আজও যাহার গৃহে কত দুঃখী কাঙ্গালী ব্যক্তি নানা উপাদেয় খাদ্যে পরিতোষ লাভ করিতেছে, আজও যাহার বদান্যতায় কত নিরাশ্রয় ব্যক্তির জঠরজ্বালা নিবারিত হইতেছে, সেই চন্দ্রধর ক্ষুধার জ্বালায় কদলীর ছোবড়া খাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, ভাগ্যে তাহাও মিলিল না। ক্ষুধার যন্ত্রণায় হতজ্ঞান হইয়া কাঁঠাল ভ্রমে ভীমরুলের বাসায় হাত দিয়া ভীমরুলের কামড়ে মরণাধিক যন্ত্রণাগ্রস্ত হইয়াছেন। সুরম্য হর্ম্ম্যে যিনি দুগ্ধফেণনিভ সুকোমল শয্যায় শয়ন করিতেন, তিনি আজ আকাশতলে মুমূর্ষু অবস্থায় ভূমিশয্যায় শায়িত! যাহার সামান্য অসুখে দাস, দাসী, পরিবার, পরিজন,

শশবাস্তে পরিচর্য্যায় রত হইত, আজ মৃত্যু শয্যায় তাঁহার নিকটে একটী প্রাণীও নাই, যাহার শরীরে কণ্টক বিদ্ধ হইলে শত শত ব্যক্তি সংবাদ লইত, আজ এ স্থানে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার শবদেহ সংকার করিতে একটী লোকও আসিবে না। মৃত্যুর পূর্ব্বেই এ নির্জ্জন প্রান্তরে কোন শ্বাপদ জন্তু কর্ত্তৃক তাহার এই সংজ্ঞাহীন দেহ ভক্ষিত হওয়াও অসম্ভব নহে। হায়! চন্দ্রধর, তুমি এজগতে সবলের পূজা কর নাই, তাই তোমার এ লাঞ্ছনা, তুমি অবস্থা মত ব্যবস্থা করিয়া এজগতে সুখের পথ পরিস্কার কর নাই, তাই তোমার এ দুর্গতি! কিন্তু দেব! একটী কথা জানিতে মনে বড় সাধ হইতেছে, তোমার দুঃখ দেখিয়া অপরের পাষাণ হৃদয় দ্রবীভূত হইতেছে, এত দুঃখেও তুমি অচল, অটল, তোমার প্রতিজ্ঞা একটু মাত্র টলে নাই, সাধনার কণামাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। হে সাধকের আদর্শ-দেবতা! বল, সাধনায় কি অমৃত পাইয়াছ, যার বলে তুমি এই মরজগতের সকল দুঃখকে তুচ্ছ করিতে পারিয়াছ?

মনসাদেবী আর পাষাণ হ'য়ে থাকিতে পারিলেন না। চন্দ্রধরের দুঃখ দূর করিতে সঙ্কল্প করিলেন। দেবী বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার প্রদত্ত কোন উপকারই চন্দ্রধর গ্রহণ করিবেন না। তাই তিনি ছদ্মবেশ ধারণ করিলেন, সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখা, গলায় রুদ্রাক্ষমালা, মুখে "জয় শিব শঙ্কর, হর হর বম্ বম্" শব্দ উচ্চারণ করিতে ২ দিব্য সন্ন্যাসিনী বেশে দেবী চন্দ্রধরের সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেবীকণ্ঠবিনিসৃত মধুর শিব শঙ্কর শব্দে চন্দ্রধরের প্রাণে অমৃত বর্ষিত হইল।

অন্তিম সময়ে এই পরম শিবভক্তকে দেখিয়া নয়ন সার্থক করিতে চন্দ্রধরের মনে বড় সাধ হইল, কিন্তু চক্ষের পাতা খুলিল না। দেবী চন্দ্রধরের শরীরে ঔষধের রস মর্দ্দন করিয়া দিলেন। দেবী দেখিলেন, চন্দ্রধর যেন তাঁহাকে কিছু বলিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কণ্ঠের স্বর বাহির হইতেছে না। দেবী চন্দ্রধরকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "চন্দ্রধর! তুমি পরম শিবভক্ত, তোমার কখনই অপমৃত্যু হইতে পারে না। ধর্ম্মে নিষ্ঠা থাকিলে অবশ্যই অচিরে তোমার সকল দুঃখ দূর হইবে"। চন্দ্রধরের হস্তে দুইটী ফল স্থাপন করিয়া বলিলেন, "এই দুইটী ফল সেবন করিলে তোমার শরীর সুস্থ হইবে, তখন তুমি নিকটবর্ত্তী লোকালয়ে গিয়া চন্দ্রকেতু সদাগরের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিবে, এবং আরোগ্য লাভ করিয়া অবিলম্বে গৃহে গমন করিও।

পাছে চন্দ্রধর দেবীকে চিনিয়া ফেলেন এই ভয়ে দেবী শীঘ্রই অন্তর্হিতা হইলেন। ঔষধের গুণে কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যেই চন্দ্রধর আরাম বোধ করিলেন, তখন মহাদেবের আদেশ জ্ঞানে দেবী প্রদত্ত সেই ফল দুটী শ্রদ্ধার সহিত ভক্ষণ করিলেন। চন্দ্রধরের শরীরে বলের সঞ্চার হইল। চন্দ্রধর লোকালয়ের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং অবিলম্বে চন্দ্রকেতু সদাগরের গৃহে উপনীত হইলেন।

চন্দ্রধরের প্রশান্ত মূর্ত্তিতে মহাপুরুষের লক্ষণ দেখিয়া চন্দ্রকেতু তাঁহাকে বিশেষ সমাদরে ও যত্নের সহিত গ্রহণ করিলেন। চন্দ্রকেতু তাঁহার পরিচয় পাইতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন,

কিন্তু চন্দ্রধর কোন ক্রমেই আপন পরিচয় দিলেন না। চন্দ্রধর দুই দিন সেখানে অবস্থানের পর গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন; কিন্তু সে দিনে তাঁহার পা আর চলে না। তাঁহার চম্পক নগরে উপনীত হওয়া মাত্রই যে শোকের স্রোত প্রবাহিত হইবে তাহা তিনি কিরূপে সহ্য করিবেন? পতিপুত্রশোকাতুরার হাহাকারে আকাশ বিদীর্ণ হইবে, তাঁহার পাষাণ হৃদয় এসকল দুঃখ অনেক সহ্য করিয়াছে বটে, কিন্তু অপরের সেই দুঃখের কথা অনুভব করিয়া তাঁহার হৃদয় আজ অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল। যখন চম্পক-নগরবাসী স্ব স্ব আত্মীয় স্বজনগণের সংবাদ লইতে আসিবে তখন কেমন করিয়া তাহাদিগকে এ নিদারুণ সংবাদ বলিবেন। তিনিই তো সকল অনর্থের মূল। তিনি বাণিজ্য যাত্রা না করিলে আজ চম্পক নগরের এত লোক অনাথ হইত না। বিধাতা কেন তাহার জীবন রক্ষা করিলেন, কেন তিনি তাহার প্রিয় অনুচর বর্গের সহিত সমুদ্রতলে চিরশয্যায় শায়িত রহিলেন না, কেন অনাহারে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল না, এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার হৃদয় অবসন্ন হইয়া যাইতে লাগিল। গৃহে যাইতে মন আর চলে না, মুমূর্ষু অবস্থায় যে শিবভক্ত তাহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি তাহাকে শীঘ্র গৃহে ফিরিতে বলিয়াছেন। হয়ত ভক্তমুখে তাহার উপাস্য দেবতা এই আদেশ প্রেরণ করিয়াছেন। তখন কঠোর কর্ত্তব্যের কথা মনে পড়িল, তাহার গৃহে ফিরিতেই হইবে। শত দুঃখ পাইলেও তাহার উপাস্য দেবতার আদেশ ভিন্ন পরিবার পরিজন ত্যাগ করিতে পারেন

না। অগ্নিময় সংসারে তাহাকে দগ্ধীভূত হইতে হইবে। এ সাধন-যজ্ঞে প্রাণ আহুতি না দিলে কি সিদ্ধিলাভ হয়? যে আগুণে তিনি স্বেচ্ছায় ঝাঁপিয়া পড়িয়াছিলেন আজ সে অনলের দাহিকা শক্তি দেখিয়া কি পশ্চাদ্‌পদ হইবেন? অবশেষে ভগ্নমনে চন্দ্রধর গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

তাহার আগমনে চম্পক নগরে গগণভেদী হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। প্রতিবাসিগণের হাহাকার শব্দে তাঁহার হৃদ্‌পিণ্ড যেন ছিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল। তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তিনি আজ এইরূপ কাতর হইয়াছেন যে পুত্রশোকেও তাহাকে এতদূর বিচলিত হইতে দেখা যায় নাই। তিনি কয়েকদিন এরূপ ব্যাকুল থাকিয়া অবশেষে আত্মসম্বরণ করিতে সক্ষম হইলেন। মৃতব্যক্তিগণের আত্মীয়-স্বজনেরা সময়ের গতিতে সান্ত্বনা লাভ করিল। এ দুর্য্যোগে যে সকল পরিবার অনাথ হইয়াছিল, চন্দ্রধর তাহাদিগকে যথাশক্তি সাহায্যদান করিলেন। কিন্তু এখন লোকে তাঁহাকে 'রাজা চন্দ্রধর' 'সাধু চন্দ্রধর' না বলিয়া "হতভাগ্য চন্দ্রধর" বলিত। মনসাদেবীর আক্রোশের ভয়ে এখন সকলেই চন্দ্রধর হইতে দূরে থাকিতে চাহিত। আত্মীয়স্বজন ও আশ্রিত ব্যক্তিরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। তাঁহার বিষয় বিভবেরও অনেক ধ্বংশ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার স্বভাবের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। তিনি এখনও পূর্ব্বেরন্যায় সকলকে মিষ্ট ব্যবহারে আপ্যায়িত করিতেন। দীনদুঃখী তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইলে কখনই বিফল মনোরথ হইত না। তিনি উপাস্য দেবতার ধ্যান

ধারণায় অধিকাংশ সময়ই যাপনকরিতেন। ধার্ম্মিক ও পণ্ডিত কেহ তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদের সঙ্গে ধর্ম্ম ও শাস্ত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন।

এদিকে লক্ষ্মীধরের বিদ্যাশিক্ষার বয়স হইয়াছে। তাহাকে শিক্ষা দিবার জন্য চন্দ্রধর ধার্ম্মিক পণ্ডিত নিযুক্ত করিলেন। লক্ষ্মীধর বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া নানাবিদ্যা শিক্ষা করিলেন এবং চরিত্রে ও বিদ্যাবুদ্ধিতে সকলের প্রশংসাভাজন হইলেন। ক্রমে লক্ষ্মীধর যৌবনে পদার্পণ করিলেন। তাঁহার যশঃসৌরভ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। চন্দ্রধরের পরিবারে অনেক দিন যাবৎ কোন দুর্ঘটনা উপস্থিত হয় নাই। লোকে মনে করিল, দেবতারা সততই ক্ষমাশীল, সততই অপরাধের শাস্তি দিলে কি আর সৃষ্টি থাকিতে পারে? দেবতারা মানবের প্রতি বিদ্বেষ ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া শাস্তি প্রদান করেন না, মানবের হিতের জন্য, তাহাদের সংশোধনের জন্যই শাস্তি প্রদান করিয়া থাকেন। দেবতারা প্রতিহিংসা-পরায়ণ হইলে মানব জাতির অস্তিত্ব লোপ পাইত। এত শাস্তি দেওয়ার পর কি আর চন্দ্রধরের প্রতি দেবীর ক্রোধ থাকিতে পারে? দেবী অবশ্যই চন্দ্রধরকে ক্ষমা করিয়াছেন। নতুবা বহু দিন পূর্ব্বেই লক্ষ্মীধর নিহত হইতেন। এরূপ মনে করিয়া চন্দ্রধরের আত্মীয় স্বজনেরা পুনর্ব্বার তাঁহার গৃহে আসিতে লাগিলেন। চন্দ্রধরের গৃহ জনকোলাহলে আবার পরিপূর্ণ হইল। সুনকাদেবী ও মনে করিলেন, তাঁহার আকুল প্রার্থনায় দেবী অবশ্যই সদয় হইয়াছেন। দেবী তাঁহার ছয়টি পুত্রের প্রাণ সংহার করিয়াছেন, পুত্র-শোকে যাতনা তিনি অবশ্যই বুঝিতে পারেন, সেই জন্য লক্ষ্মীধরের প্রতি

তাঁহার দয়ার সঞ্চার হইয়াছে। তাঁহার স্বামী দেবীর কাছে অপরাধী, তিনি নিজেত আর কোন অপরাধ করেন নাই। তিনি দেবীর কাছে সতত করুণা ভিক্ষা করিতেন। এত দুঃখ দিয়াও কি দেবীর করুণা হইবে না? এই মনে করিয়া সুনকাদেবী লক্ষ্মীধরের বিবাহে উদ্যোগী হইলেন, কিন্তু চন্দ্রধরের সে দিকে একটুও মনোযোগ দেখা যাইত না। ছয়টি বিধবা পুত্রবধূ ঘরে রহিয়াছে, আর একটি বালিকাকে আনিয়া অপার দুঃখ সাগরে ভাসাইতে চন্দ্রধরের মন মানিত না। সুনকাদেবী মধ্যে মধ্যে চন্দ্রধরকে এসম্বন্ধে উদ্যোগী হইতে বলিতেন; চন্দ্রধর আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিতে বলিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিতেন। কিন্তু অবশেষে সুনকাদেবী বিশেষ জেদ করিয়া তাঁহাকে ধরিলেন। তিনিও আর প্রবোধ দিবার বিশেষ কোন কথা খুঁজিয়া পাইলেন না। অনেক দুঃখে পড়িয়া সুনকার প্রাণে যে একটি আশাতরু অঙ্কুরিত হইয়াছে, অনিশ্চিত বিপদাশঙ্কার উত্তপ্ত বায়ুতে সে অঙ্কুর বিনষ্ট করা তিনি সঙ্গত মনে করিলেন না; তিনি প্রতিশ্রুত হইলেন যে লক্ষ্মীধরের জন্য উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান করিবেন, এবং উপযুক্ত পাত্রী পাইলেই লক্ষ্মীধরের বিবাহ দিবেন।

চন্দ্রধর এইরূপে প্রতিশ্রুত হইয়া পাত্রীর অনুসন্ধানে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, কিন্তু বৃথাই অনেক স্থান ভ্রমণ করিলেন। কি গুণ দেখিয়া লক্ষ্মীধরের পাত্রী মনোনীত করিবেন, তাহা তিনি নিজেই জানিতেন না; ভাবী বিপদাশঙ্কা যে সততই তাঁহার প্রাণে জাগরূক রহিয়াছে। এঅবস্থায় কোন হতভাগিনীকে আনিয়া তাহার কপালে আগুন দিবেন? ইহাতে তিনি একান্ত সঙ্কুচিত ছিলেন। অনেক

স্থান ভ্রমণ করার পর একদিন অপরাহ্নে উজ্জয়িনী নগরের কোন এক ধনবানের বাড়ীর নিকটস্থ উদ্যানে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন, অদূরে একটি বৃক্ষতলে বসিয়া দুইটি বালিকা আলাপ করিতেছে। চন্দ্রধর তাহাদের অদৃশ্যে বৃক্ষান্তরালে বসিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে তাহাদের আলাপ শুনিতে লাগিলেন।

একটি বালিকা অপরটিকে বলিতেছে, "আজ কিছুদিন যাবৎ কেন তোর ভাবান্তর দেখিতেছি? এখন আর পূর্ব্বের মত তোকে হাসিয়া ঢলিয়া পড়িতে দেখি না; তোকে সততই বিমনা দেখি; এখন আর তেমন মন খুলিয়া কথা কস্ না। বল, কিসে তুই এমন হলি?"

দ্বিতীয়া বালিকা কোন উত্তরই দিল না, নীরবে রহিল। তখন প্রথমা আবার বলিতে লাগিল "তুই কি কিছুই বল্‌বি না? আমি তোর মনের কথা সব বলিতে পারি। তোর এই ভাবের কারণ আমার মুখে শুনবি?" দ্বিতীয়া ঈষৎহাস্য করিয়া বলিল, "বল!"

প্রথমা বলিল, "আমার মুখে শুনতে তোর সাধ হয়েছে, তবে শুন; আজ কয়েক দিন যাবৎ তোর বিয়ের আলাপ হচ্ছে, তাই বরেরঘরে যাবার ভয়ে তোর এই অবস্থা।" তখন দ্বিতীয়া বলিল, তুই বড় দুষ্টামি শিখেছিস, মার খাবি!" প্রথমা বলিল "তোর মারে যে পেট ভরে না, যত খাই, ততই আরো খেতে ইচ্ছা হয়।" এমন সময়ে একজন সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধ সেই উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া প্রথমা বালিকা বলিল "আসুন"। তাহার আহ্বানে বৃদ্ধ তাহাদের সন্নিকটে আসিলেন। বালিকা দুইটি তাঁহাকে প্রণাম করিল। প্রথমা বালিকা তাঁহাকে বলিল, "ঠাকুর, আজ একটি কথা যদি গণনা করিয়া ঠিক বলিতে পারেন, তবে আপনাকে যথেষ্ট দক্ষিণা

দিব।" বৃদ্ধ বলিলেন, "তোর কি কথা গণনা করিতে হইবে? আগে আমার দক্ষিণাটা হাতে দে।"

বালিকা। কেন দক্ষিণা আগে দিব? ঠিক বলিতে পারেন, যথেষ্ট দক্ষিণা দিব, ঠিক না হইলে কিছুই দিব না।

বৃদ্ধ। তুইত বড় সেয়ানা, বৃদ্ধকে পরিশ্রম করাইয়া শেষে কিছুই দিবে না।

বালিকা। কিছুই দিবনা কেন? ঠিক বলিতে পারেন, যত চান তত দিব।

বৃদ্ধ। মুখেই দিবি, দিবার জন্য কি এনেছিস, দেখা দেখি?

বালিকা। কেন? আগে গণনা করুন, দক্ষিণা না দিতে পারি, গায়ের অলঙ্কার গুলি লইয়া যাইবেন।

বৃদ্ধ। ভারি বুদ্ধিমতী, তোর বাপ শেষে আমাকে চোর ধরবে!

তখন বালিকা একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "বিশ্বাস না করেন, একটু অপেক্ষা করুন। বাড়ী হইতে এখনই আপনার জন্য দক্ষিণা নিয়া আসিতেছি।" বালিকা গমনোদ্যত হইল।

বৃদ্ধ বাধা দিয়া বলিলেন, "আমাকে কি তুই ধনের কাঙ্গাল পেয়েছিস? তোর কাছে দক্ষিণা না পেলে কি আর আমার দিন চলে না? বল, তোর মাথা মুণ্ডু কি গণনা করিতে হইবে?"

তখন বালিকা হাস্য করিয়া বলিল "আমার মাথা মুণ্ডু গণনা করিতে হইবে না।" সঙ্গীয়া বালিকাকে দেখাইয়া বলিল "উহারই মাথা মুণ্ডু গণনা করিতে হইবে।"

বৃদ্ধ। তোর তাতে মাথা ব্যথা কেন?

বালিকা। আমার মাথা ব্যথা হয় না? ওযে এখন আর তেমন

হাসে না, আমার সঙ্গে তেমন মন খুলিয়া কথাবার্ত্তা কয় না। ইহার ভিতরে যেন কোন রোগ ঢুকেছে; সে রোগটা কি এবং তাহার ঔষধ কি, তাহাই অপনাকে গণনা করিয়া বলিতে হইবে।

বৃদ্ধ। ইহা জানিয়া তোর কি ফল হবে?

বালিকা। জানিলে অবশ্যই রোগ দূর করিয়া আমার সইয়ের মুখে হাসি ফুটাইব।

বৃদ্ধ। তবে তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিয়া জানিস্ না কেন?

বালিকা। তাকে তো জিজ্ঞাসা করি, সে যে কিছুই জানে না। হয়তো সে তাহা নিজেই ঠিক বুঝিতে পারিতেছে না।

বৃদ্ধ। হয়ত সে তোকে একথা জানাইতে চায় না! হয়তো আমি এখন সে কথা প্রকাশ করিয়া দিলে সে আমার উপর বিরক্ত হইবে!

বালিকা। তা কখনই হবে না। আর যদি বিরক্তই হয় তবে প্রহারের জোরে অনুরক্ত করাইয়া নিব। অপর বালিকার দিকে চাহিয়া বলিল তুইযে চুপ করে রইলি? একটা কথাও মুখে নাই; যেন বোবা, বল ঠিক করে বল, ঠাকুর গণনা করবেন কি না? বল, আর যদি মার খেতে চাস তবে দেখ আমার হাতের জোর!

দ্বিতীয়া বালিকা। আচ্ছা, আগে হাতের জোরটাই দেখে নেই।

প্রথমা। চুপ কর, আগে বল ঠাকুর গণনা করবেন কি না, তোর জন্য আর ঠাকুর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেন না।

দ্বিতীয়া বালিকা কৌতুহল পরবশ হইয়া বলিল, "আচ্ছা, ঠাকুর যদি গণনা করিয়া আমার মনের কথা বলিয়া দিতে পারেন, বলুন, আমি তাতে বিরক্ত হইব না।"

তখন প্রথমা বালিকা বৃদ্ধকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ঠাকুর, এইত শুনলেন, এখন গণনা করুন।" তখন বৃদ্ধ দ্বিতীয়া বালিকাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "মা, গণনা করিব ?"

বালিকা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। তখন বৃদ্ধ মাটীতে নানারূপ রেখা অঙ্কিত করিয়া বালিকাদিগকে বলিলেন, "তোমাদের মধ্যে একজন ইহার কোন স্থানে অঙ্গুলী স্থাপন কর।" প্রথমা বালিকা তাড়াতাড়ি রেখাগুলির এক স্থানে অঙ্গুলি স্থাপন করিল। বৃদ্ধ গণনা করিতে লাগিলেন। গণনা করিতে করিতে বৃদ্ধের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিল। বৃদ্ধকে কিছু বিমর্ষ হইতে দেখিয়া বালিকা দুইটি শঙ্কিতা হইল। প্রথমা শশব্যস্তে বলিয়া উঠিল, "ঠাকুর, কি হইয়াছে বলুন ?"

বৃদ্ধ তখন দ্বিতীয়া বালিকার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মা, তোমার মনের কথা আমি গণনা করিয়া জানিতে পারিয়াছি। আমার কথায় বিরক্ত হইও না। তোমরা দুই জনকে নিজ সন্তানের তুল্য স্নেহ করিয়া থাকি। তোমাকে কিছু উপদেশ দিতে চাই। মা, তুমি লক্ষীধরের রূপগুণে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকেই স্বামীরূপে পাইতে ইচ্ছা কর, এবং নানারূপ আশঙ্কাই তোমার বর্ত্তমান ভাবান্তরের কারণ। কিন্তু মা, আমি তোমাকে এই বাসনা পরিত্যাগ করিতে বলি। চন্দ্রধরের সঙ্গে মনসাদেবীর যে বিবাদ আছে তাহা কি তুমি অবগত নহ ? চন্দ্রধরের ছয়টি পুত্রের সর্পাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে। লক্ষীধরের পরিণামও আশঙ্কা-জনক। কেন মা, স্বেচ্ছায় তুমি দুঃখসাগরে ঝাঁপ দিতেছ ? আর একটি কথা, তোমার বাসনা যে পূর্ণ হইবে তাহারইবা সম্ভাবনা

কোথায়? তাই বলি মা, এখনও মনকে ফিরাইয়া আন, নতুবা বিশেষ অনর্থ ঘটিতে পারে।"

এই কথাগুলি বালিকার মর্ম্মস্থানে আঘাত করিল। তাহার হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল, তাই লজ্জাশীলা বালিকা নির্লজ্জা মুখরার মত বলিতে লাগিল, "ঠাকুর, আপনি কি রমণী-চরিত্র ও রমণীর ধর্ম্ম অবগত নহেন? সত্যবানকে অল্পায়ু জানিয়াও সাবিত্রীদেবী কি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন? এই সাবিত্রীদেবীই যে রমণীগণের আদর্শ।" বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, "মা, আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সাবিত্রীর ন্যায় সৌভাগ্যবতী ও গুণশালিনী হও। কিন্তু মা, তোমার সঙ্কল্প সিদ্ধির পক্ষে যে অনেক বিঘ্ন রহিয়াছে?" বালিকা সতেজে উত্তর করিল, "আমি সর্ব্বদা দেবী ভগবতীর আরাধনা করিয়া থাকি। তিনি অবশ্যই আমার সহায় হইবেন। আমার জীবন এবং আমার ধর্ম্ম দুইই আমার হাতে রহিয়াছে।" বৃদ্ধের চক্ষে জল আসিল, তিনি রুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "মহাদেবের কৃপায় আমার সকল আশঙ্কা অমূলক হউক। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চির সুখী হও।" এই বলিয়া বৃদ্ধ বালিকার হাত দেখিতে চাহিলেন, বালিকা হাত দেখাইল। বৃদ্ধ অনেকক্ষণ বিশেষ মনোযোগের সহিত হাত দেখিয়া বলিলেন, "মা, তোমার হাতে ও শরীরে অনেক সুলক্ষণ দেখিতেছি। মধ্যে কিছুদিন দুঃখে গেলেও পরিণামে তুমি অশেষ সুখের অধিকারিণী হইবে। তোমার পুণ্যে পিতৃকুল ও পতিকুল পবিত্র হইবে। হরপার্ব্বতী তোমার সহায় হউন।"

এই বলিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যাইতে লাগিলেন; বালিকা তাঁহার পায়ে

ধরিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল, "ঠাকুর, আমার আর একটি প্রার্থনা পূর্ণ করিতে হইবে।"

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন, "কি প্রার্থনা মা!" বালিকা বলিল, "আপনি এ সকল কথা কাহারও কাছে প্রকাশ করিবেন না, এবং আমার এ সঙ্কল্পে প্রতিবাদী হইবেন না।"

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, "বিধাতার লিপি কে খণ্ডন করিতে পারে? আমি কেন তোমার ধর্ম্মে বাধা দিয়া নিমিত্তের ভাগী হইব?" তখন সকলে কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন, পরে বৃদ্ধ উভয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আর বেলা নাই, তোমরা এখন ঘরে যাও, আমিও বিদায় হই। আশীর্ব্বাদ করি তোমরা উভয়ে চিরসুখী হও।"

বালিকা দু'টি ব্রাহ্মণের পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিল, ব্রাহ্মণ বিদায় হইলেন। বালিকা দু'টিও চিন্তাকুল মনে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

চন্দ্রধর বৃক্ষান্তরালে হইতে ইহাদের সকল কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইয়া মনে করিলেন, 'বিধাতা বুঝি ইহাকেই লক্ষ্মীধরের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। এযে নন্দন কাননের পারিজাত; মরজগতের উত্তপ্ত বায়ুতে কি বিধাতা ইহাকে শুষ্ক করিবেন?' বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কয়েক পদ অগ্রসর হইলে চন্দ্রধর আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। চন্দ্রধর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বিশেষ পরিচিত; তিনি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার এদেশে এভাবে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

চন্দ্রধর তাঁহার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া বালিকা দুইটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন, "এই বালিকাদিগের মধ্যে একটি উজানী নগরের প্রসিদ্ধ ধনী সায় সদাগরের কুমারী কন্যা, অপরটি সায় সদাগরের স্বজাতি অপর এক ধনবানের কন্যা।" বৃদ্ধ

ব্রাহ্মণ চন্দ্রধরের উদ্দেশ্য জানিয়া বলিলেন, "সায় সদাগরের কন্যা বেহুলা যেমন রূপবতী তেমনই গুণবতী, সর্ব্ব প্রকারে লক্ষ্মীধরের উপযুক্তা।"

ব্রাহ্মণ বিদায় হইলেন। চন্দ্রধরও সায় সদাগরের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। সায় সদাগর চন্দ্রধরকে অতিথি পাইয়া বিশেষ সুখী হইলেন। চন্দ্রধর বণিককুলে বিশেষ সম্মানিত, সায় সদাগর তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিলেন এবং তাঁহার নিকটে উপস্থিত থাকিয়া মধুর আলাপে পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন।

নানারূপ আলাপ প্রসঙ্গের পর চন্দ্রধর লক্ষ্মীধরের সঙ্গে বেহুলার সম্বন্ধের কথা উত্থাপন করিলেন। সায় সদাগরের প্রাণ চমকিয়া উঠিল। চন্দ্রধরের পরিবারের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া সায় সদাগরের পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয়, বিশেষতঃ লক্ষ্মীধরের মত অপর একটি সুপাত্রও দুর্লভ। চন্দ্রধর নিজে তাহার গৃহে আসিয়া সম্বন্ধের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, এখন কেমন করিয়া এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিবেন, ইহাতে যে চন্দ্রধরের অপমান করা হয়? কিন্তু চন্দ্রধরের প্রতি যে মনসাদেবীর ভীষণ আক্রোশ। তাঁহার কোপানলে এ পরিবার ভস্মীভূত হইতেছে। তাহার স্নেহের পুত্তলীকে কিরূপে তিনি এরূপ আশঙ্কাজনক স্থানে অর্পণ করিবেন? সায় সদাগর বিষম চিন্তায় পতিত হইলেন। তিনি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া আগামী কল্য উত্তর দিবেন বলিয়া অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। চন্দ্রধর আহারাদি সমাপন করিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। সায় সদাগরও চিন্তাকুল মনে অন্তঃপুর মধ্যে গমন করিলেন। সায় সদাগর স্বীয় সহধর্ম্মিনীর নিকট চন্দ্রধরের বিশেষ

পরিচয় প্রদান করিয়া সম্বন্ধের প্রস্তাব জ্ঞাপন করিলেন। উভয়ে এসম্বন্ধে অনেকক্ষণ আলোচনা করিয়াও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না। তাঁহাদের চক্ষে বেহুলার উপযুক্ত বর যে মিলে না, এজন্য বেহুলাকে এত বড় করিয়াছেন; আর যে অনূঢ়া অবস্থায় রাখা সঙ্গত নহে। যদিও লক্ষ্মীধর সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ উপযুক্ত কিন্তু তাহার জীবনে বিপদাশঙ্কা রহিয়াছে, তাহা জানিয়া শুনিয়া কি প্রকারে স্নেহের পুত্তলিকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিবেন। কোন সিদ্ধান্ত করিতে না পারিয়া উভয়ে চিন্তাকুল মনে শয্যায় শয়ন করিলেন।

এদিকে বালিকা বেহুলা কক্ষান্তরে থাকিয়া তাঁহাদের কথাবার্ত্তা সকল শুনিল। তাহার হৃদ্‌পিণ্ড সজোরে আঘাত করিতে লাগিল। বালিকার শরীর কাঁপিতে লাগিল, সে আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, বিছানায় শুইয়া পড়িল। বালিকা কাতর প্রাণে দেবী ভগবতীকে স্মরণ করিতে লাগিল। হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে বলিতে লাগিল "মা, অবোধ বালিকার অপরাধ ক্ষমা কর, অবলার মান ও ধর্ম্ম রক্ষা করিতে তোমা বই আর কে আছে? আমার ধর্ম্ম কিসে রক্ষা হইবে, তাহা তুমিই জান মা, তোমার পদে এ প্রাণ সমর্পণ করিলাম।" বালিকার চক্ষে নিদ্রা নাই, সারা রাত্রি দেবীর করুণা ভিক্ষা করিল।

বালিকার কাতর প্রার্থনায় দেবী ভগবতী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। শেষরাত্রিতে তিনি সায়সদাগর ও তাঁহারপত্নীকে স্বপ্নাবস্থায় দেখা দিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, যেন স্বর্গ হইতে এক জ্যোতির্ম্ময়ী নামিয়া আসিতেছেন। দেখিতে দেখিতে দেবী তাঁহাদের সমীপবর্ত্তিনী হইলেন; এবং ভূমিতল হইতে অনতি উচ্চে শূন্য-

পথে অবস্থিত রহিয়া তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন,“দেখ, তোমরা বৃথা চিন্তিত হইয়াছ, ‘বেহুলা লক্ষ্মীধরের হইবে,’ ইহাই বিধাতার লিপি। তোমরা বেহুলাকে লক্ষ্মীধরের হাতে সমর্পণ কর। বেহুলার অশেষ ক্ষমতার পরিচয় তোমরা পরিণামে প্রাপ্ত হইবে। তাহার পুণ্যবলে পিতৃকুল ও স্বামীকুল ধন্য হইবে।” দেখিতে দেখিতে দেবী শূন্যে বিলীন হইলেন। সদাগর-দম্পতির নিদ্রা ভঙ্গ হইল। রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, উপাস্য দেবতার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে উভয়ে শয্যাত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহারা একে অন্যের নিকট স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিলেন। উভয়েই এক সময়ে এক রূপ স্বপ্ন দেখিয়াছেন। তাঁহারা দেবীর উপাসক ও উপাসিকা; এই স্বপ্নাদেশ কোন রূপেই অবিশ্বাস করিতে পারেন না সুতরাং লক্ষ্মীধরের হস্তেই বেহুলাকে সমর্পণ করা স্থির করিলেন। প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া অবিলম্বে সায় সদাগর চন্দ্রধরের নিকট গমন করিয়া বিবাহ-প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। চন্দ্রধর সন্তুষ্ট মনে বিদায় গ্রহণ করিয়া গৃহে গমন করিলেন। সকল বিবরণ শুনিয়া সনকা দেবী আহ্লাদিত হইলেন। যথাসময়ে কুলরীতি অনুসারে বিবাহের সম্বন্ধ স্থির ও দিবস অবধারিত হইল। চন্দ্রধরের আগ্রহাতিশয্যে চন্দ্রধরের গৃহেই শুভ কার্য্য সম্পন্ন হইবে স্থির হইল। অবধারিত দিনে মহাসমারোহে শুভ লগ্নে যথারীতি শুভ কার্য্য সম্পন্ন হইল। সকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে সকলে বিশ্রামাগারে গমন করিলেন। বিশ্রামের জন্য বরকন্যাও লৌহগৃহে নীত হইলেন। চন্দ্রধরের প্রাণ হঠাৎ কোন অজ্ঞাত বিপদাশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল, তিনি আর শয়ন করিতে পারিলেন না। তিনি শয্যা পরিত্যাগ করিলেন,

লৌহ গৃহের প্রহরীদিগকে চতুর্দ্দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে আদেশ করিলেন; এবং নিজেও ভীষণ গদা হাতে গৃহের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মীধর অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন, বিছানায় শুইয়া নিদ্রিত হইলেন, কিন্তু বেহুলার চক্ষে নিদ্রা নাই, তাহার প্রাণে কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা আজ জাগিতেছে, সে অনিমেষ লোচনে লক্ষ্মীধরকে দেখিতে লাগিল। এযে স্বর্গের দেবতা! এদেবতার সেবায় কি তাহার জীবন ধন্য হইবে? তাহার সেবায় কি তিনি পরিতোষ লাভ করিবেন? অনেক দিন যাবৎ অন্তরে অন্তরে এ দেবতার পূজা করিতেছে; এখন অন্তরে বাহিরে পূজা করিয়া কৃতার্থ হইবে। এদেবতা কি তাহাকে চরণে স্থান দিবেন, উপযুক্তা দাসী বলিয়া কি তাহাকে গ্রহণ করিবেন? বালিকার প্রাণে আর চিন্তার বিরাম নাই, লক্ষ্মীধরকে দেখিয়াও আর চক্ষু তৃপ্ত হইতেছে না, তাই একদৃষ্টে লক্ষ্মীধরের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। হঠাৎ বালিকার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, কি যেন এক বিপদাশঙ্কায় বালিকার প্রাণ শুকাইয়া গেল। বালিকা ভীত হইয়া লক্ষ্মীধরের পা দুখানি চাপিয়া ধরিল, লক্ষ্মীধরের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি বেহুলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?" বালিকা লজ্জিতা হইয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "কিছুই না"। লক্ষ্মীধর তখনই আবার নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। মনসা দেবীর আক্রোশের কথা বেহুলার মনে পড়িল, বেহুলা ব্যাকুল অন্তরে যোড় হস্তে মনসা দেবীর উদ্দেশে বলিতে লাগিল,'মা, এ অবোধ বালিকার প্রতি নির্দ্দয় হইও না। আমার শ্বশুর পরম শিবভক্ত, ধার্ম্মিক মহাপুরুষ, তাঁহাকে আর কত কষ্ট দিবে? মা, তোমার কাছে স্বামী ভিক্ষা চাহিতেছি;

এ অভাগিনীকে দুঃখসাগরে ভাসাইও না।' অজস্রধারে বালিকার চক্ষে জল বহিতে লাগিল; বালিকা কাতর প্রাণে বারংবার দেবী ভগবতীকে বলিতে লাগিল, 'মা, এ অবোধ বালিকার ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছ, এখন প্রাণ রক্ষা কর!' এদিকে মনসা দেবী বিবাহ রাত্রে বাসরগৃহেই লক্ষ্মীধরের প্রাণ সংহার করিবেন স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। চন্দ্রধর যখন লৌহগৃহ নির্ম্মান করান, তখনই ইহার কারিগরকে ভয় ও ধনের প্রলোভন দেখাইয়া একটি গুপ্ত রন্ধ্র রাখিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। কারিগর মনসা দেবীর ইচ্ছামত একটি গুপ্ত রন্ধ্র রাখিয়া কৌশলে তাহা কোমল পদার্থে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। সেই গুপ্তরন্ধ্র কাহারও চক্ষে পড়ে নাই; মনসাদেবী সেই গুপ্ত রন্ধ্রে সর্প প্রবিষ্ট করাইয়া লক্ষ্মীধরের প্রাণ সংহারের সুযোগ দেখিতে লাগিলেন। বেহুলা জাগরিত থাকিয়া লক্ষ্মীধরের প্রতি তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, কিন্তু ইহাতে বিশেষ বাধা হইল না। মনসাদেবীর আদেশে নিদ্রাদেবী আসিয়া বেহুলাকে নিদ্রায় অভিভূত করিলেন। বেহুলা মুহূর্ত্তমধ্যে অচৈতন্য হইয়া পড়িল। তখন রন্ধ্রপথে তীব্র বিষধর কালীনাগ আসিয়া লক্ষ্মীধরকে দংশন করিল; বিষের যাতনায় লক্ষ্মীধর চীৎকার করিয়া উঠিলেন, বেহুলার নিদ্রাভঙ্গ হইল, সে রন্ধ্রপথে সর্প বাহির হইয়া যাইতেছে দেখিতে পাইল। 'হায়, কি সর্ব্বনাশ' বলিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল। লক্ষ্মীধর বেহুলার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'প্রাণ যায়, একটু জল দাও।' বেহুলা জল আনিতে যাইবে; অমনি 'হতভাগিনী, তোমাকে দুঃখ সাগরে ভাসাইয়া চলিলাম' বলিয়া লক্ষ্মীধর জীবনের শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। বেহুলা জল আনিয়া দেখিল, সকল ফুরা-

ইয়াছে, হাহাকার শব্দে কপালে করাঘাত করিয়া সেও মূর্চ্ছিতা হইয়া লক্ষীধরের পদপ্রান্তে পড়িয়া গেল। গৃহাভ্যন্তরে কোলাহল শুনিয়া চন্দ্রধরের প্রাণ উড়িয়া গেল। "কি হইয়াছে, কি হইয়াছে" বলিয়া তিনি দৌড়াইয়া আসিলেন। কোন সাড়া শব্দ না পাইয়া ভীষণ গদাঘাতে লৌহকপাট ভগ্ন করিয়া দেখিলেন, এক সঙ্গেই তাঁহার স্নেহের কমল দুটী ঝরিয়া পড়িয়াছে। হায় বিধি! একি তব লীলা! সুন্দর কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়াই দুদিনের মধ্যেই ঝরিয়া পড়ে! যদি কুসুমের জীবন ক্ষণস্থায়ী করিয়াছিলে, তবে কেন তাহাতে এত সৌন্দর্য্য দিয়াছিলে? চন্দ্রধর, লক্ষীধরের শরীরে সর্পাঘাতের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন, তখন বিষয় বুঝিতে বাকী রহিল না। লক্ষীধরের নাকে হাত দিয়া দেখিলেন, নিশ্বাস বহিতেছে না। চন্দ্রধর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার পদতল হইতে যেন পৃথিবী সরিয়া যাইতেছে। তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন, ক্ষণকালের জন্য আত্মহারা হইলেন।

কিছুক্ষণ পরে চন্দ্রধর আত্মসম্বরণ করিয়া ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, লক্ষীধরের শরীরে মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে। বেহুলার গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন, জীবন আছে কি না সন্দেহ। দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজ উপাস্য দেবতার উদ্দেশে বলিলেন, 'ভগবান! একে একে স্নেহের কুসুম গুলি ঝরিয়া পড়িল, সে গুলি যেন তোমার চরণ-প্রান্তে স্থান পায়। প্রভো! এদুঃখ দুর্দ্দিনে যেন তোমাতে আমার সংশয় উপস্থিত না হয়।'

গভীর রাত্রে চন্দ্রধরের গৃহে ক্রন্দনের রোল উত্থিত হইল।

হায়! হতভাগিনী সুনকা কত আশা করিয়া লক্ষ্মীধরের বিবাহ দিয়াছিলেন, লক্ষ্মীধরের মুখ দেখিয়া ছয়টি পুত্রের মৃত্যুশোক ভুলিতে পারিয়াছিলেন, এপুত্রের জীবন রক্ষার জন্য কত দেবতার আরাধনা করিয়াছেন, আশামরীচিকায় ভুলিয়া মনে করিয়াছিলেন, দেবতারা লক্ষ্মীধরকে রক্ষা করিবেন; সে আশাতরু আজ ছিন্ন হইল। এই স্নেহের ধন গুলিতেই সে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিল, বিধাতা যে একে একে প্রাণের সেই অবলম্বনগুলি দূর করিলেন। তাহার প্রাণ কি পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন? কঠোর আঘাতে পাষাণও ভগ্ন হইয়া যায়, বারংবার এমন দারুণ আঘাতেও তাহার কঠিন প্রাণ চূর্ণ হইল না। হায়! হতভাগিনী কত পাপই না করিয়াছে, তাই প্রবল দাবাগ্নিতে অহরহঃ দগ্ধ হইয়াও প্রাণ বহির্গত হইতেছে না। হতভাগিনী আজ হতজ্ঞান, চক্ষে জল নাই, মুখে শব্দ নাই, নিস্পন্দ ভাবে প্রস্তর পুত্তলিকার মত একদৃষ্টে মৃত পুত্রের পানে চাহিয়া রহিয়াছে! অনেকক্ষণ পরে হতভাগিনীর চক্ষে জল আসিল, মুখে হাহাকার শব্দ ফুটিল, হতভাগিনী মর্ম্মভেদী স্বরে কাঁদিয়া উঠিল, সে ক্রন্দনে চম্পক নগরের সমস্ত নরনারী অধীর হইয়া কাঁদিল, সে ক্রন্দনে বনের পশু, পক্ষী, তরু, লতা কাঁদিয়া উঠিল। রাত্রি প্রভাত হইল, সে ক্রন্দনের স্বরে স্বর মিলাইয়া বিহগকুল আজ দুঃখের প্রভাতী গাহিল, সে ক্রন্দনে স্বর্গের দেবতারাও কাঁদিলেন, প্রতি শিশির বিন্দু যেন আজ দেবগণের অশ্রুজল রূপে পতিত হইতেছে। সে শোকাবহ দৃশ্যে প্রভাত-তপনও নিষ্প্রভ হইয়া মলিনবেশে দেখা দিলেন।

এদিকে ওঝাগণ আসিয়া স্ব স্ব বিদ্যা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

সকলেই যথাসাধ্য বিদ্যা প্রকাশ করিয়া নিরাশ হইলেন। হত-ভাগিনী বেহুলা অনেকক্ষণ পর্যন্ত সংজ্ঞাহীন অবস্থায় রহিল, সে জীবিতা কি মৃতা কেহ তাহার সন্ধান লইল না। অনেকক্ষণ পরে সে সংজ্ঞা লাভ করিয়া উন্মাদিনীর মত উঠিয়া দাঁড়াইল, উদাস ভাবে এদিক ওদিক নিরীক্ষণ করিয়া আবার বসিয়া পড়িল। তাহার মুখে একটিও শব্দ নাই, কিন্তু অজস্রধারে অশ্রু বহিতেছে। বেহুলাকে সংজ্ঞা লাভ করিতে দেখিয়া কেহ কেহ বলিয়া উঠিলেন, 'হতভাগিনী বাঁচিয়া গিয়াছিলি, তোর কপালে আগুন বলে কি যমও তোকে ফিরাইে দিলেন?'

এদিকে ওঝাগণের দ্বারা আর কোন প্রতিকারের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া লক্ষীধরের দেহ ভেলায় করিয়া ভাসাইয়া দেওয়াই স্থির হইল। ভেলা প্রস্তুত করিয়া সকলে লক্ষীধরের মৃত দেহ লইয়া নদীতীরে চলিল। হতভাগিনী বেহুলাও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। সে নদীতীরে উপনীত হইয়া সকলের নিকট বিদায় চাহিল, এবং মৃত পতির সঙ্গে ভেলায় ভাসিয়া যাইবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। তখন সকলে চমকিত হইয়া ভাবিল, হতভাগিনী শোকে বুদ্ধিহারা হইয়াছে। তখন সকলে তাহাকে প্রবোধ দিতে লাগিল, কিন্তু সে যে অবিচলিত, কিছুতেই তাহার সঙ্কল্প টলিবার নহে। সে যে লক্ষীধরের জীবনে মরণে ইহ পরকালের সঙ্গিনী, স্বামিসেবাই যে তাহার জীবনের একমাত্র ধর্ম্ম! তবে আজ স্বামীর মৃত দেহ ভেলায় ভাসাইয়া দিয়া সে কি করিতে গৃহে থাকিবে। স্বামীর দেহ পশু পক্ষী বিনষ্ট করিবে, কে তাহা রক্ষা করিবে? যদি তাহার স্বামীর দেহ এরূপে বিনষ্ট হইয়া যায় তবে তাহার পুনর্জ্জীবন

লাভের আশা কোথায়? না, মা, তাহা কখনই হইতে পারে না, সে অবশ্যই স্বামীর মৃত দেহের সঙ্গে ভাসিয়া যাইবে। হয় স্বামীকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া স্বামী সহ গৃহে ফিরিবে নতুবা সেই সাধনায় প্রাণত্যাগ করিয়া পর জগতে স্বামী সহ মিলিত হইবে। সকলে মিলিয়া বালিকাকে কত বুঝাইলেন কত ভয় বিপদের কথা বলিলেন কিন্তু কেহ বালিকাকে এই দুঃসাহসিক কার্য্য হইতে বিরত করিতে পারিল না। সকলে বিস্মিত হইয়া ভাবিল এ বালিকা দেবী না মানবী! বালিকা একে একে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল; অবশেষে চন্দ্রধরের পায় প্রণাম করিল, তিনি অশ্রুপূর্ণ লোচনে রুদ্ধ-কণ্ঠে বলিলেন "যাও মা, আমি তোমাকে নিষেধ করিব না, আমি তোমার পরিচয় পূর্ব্বেই পাইয়াছি, ভয় বিপদে কখনও নিরাশ হইও না। যখনই মনে নিরাশার উদয় হইবে তখনই ঊর্দ্ধ দিকে দৃষ্টি করিও, দেবতা বলদান করিবেন।"

মৃত পতি বক্ষে লইয়া বেহুলা ভেলায় ভাসিয়া চলিল। চম্পক নগরবাসীও কতদূর সঙ্গে সঙ্গে তীর পথে ভেলার অনুসরণ করিয়া অবশেষে ক্লান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিল।

সুনকাকে আজ কেহ প্রবোধ দিতে পারিতেছে না; হত-ভাগিনী অবিরত ক্রন্দন করিতেছে। এইরূপে কয়েক দিন আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কেবলই ক্রন্দন করিয়া কাটাইলেন, বিধবা পুত্রবধুগণ প্রাণপণে যত্ন করিল, চন্দ্রধর কত সান্ত্বনা বাক্য বলিলেন, কিন্তু সুনকা অবশেষে প্রকৃত পাগলিনী হইয়া পড়িলেন, কখন হাসেন, কখন কাঁদেন, কখনও বা এরূপ ভাবে কথাবার্ত্তা বলেন যেন মৃত পুত্রদিগকে সম্মুখে রাখিয়া তাহাদের সঙ্গে কথা বার্ত্তা

বলিতেছেন, কখনও বা বেহুলাকে ডাকিয়া গৃহস্থালীর কাজ কর্ম্মের আদেশ করেন। কখনও বা মনসা দেবীর কাছে পুত্রগণের প্রাণ ভিক্ষা করেন। কখনও বা নিজে মনসা দেবী সাজিয়া চন্দ্রধরের সঙ্গে বিবাদ করিতে আসেন, চন্দ্রধরকে গালি পাড়েন; কখনও বা কাকুতি মিনতি করিয়া পূজা ভিক্ষা চাহেন। এইরূপে অনেক দিন পাগলিনী অবস্থায় থাকিয়া অনেক চিকিৎসা ও যত্নে সুনকাদেবী পুনঃ প্রকৃতিস্থা হইলেন। চন্দ্রধর আবার তাহাকে নানা উপদেশ দিতে লাগিলেন। এখন সুনকার আর পার্থিব সুখের আশা নাই; সুতরাং সহজেই পরলোকের দিকে দৃষ্টি পড়িল, চন্দ্রধর তাহাকে বুঝাইলেন ইহ জগতের সুখ দুঃখ দুই দিনের, ইহা যেন স্বপ্ন রাজ্য, মৃত্যু কাহারও বিনাশ সাধন করিতে পারে না। এমন এক দিন আসিবে যখন সকলে পুনরায় এক স্থানে মিলিত হইবেন, সে মিলনে আর বিচ্ছেদ নাই। সুনকা এবার চন্দ্রধরের কথা সহজে বুঝিলেন। তাহার হৃদয়ে এক নূতন রাজ্যের আলোক প্রকাশিত হইল। তিনি সে রাজ্যের বিশেষ তত্ত্ব জানিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। চন্দ্রধর তাহার কাছে সতত সে রাজ্যের মহিমা প্রচার করিতে লাগিলেন। সুনকা চন্দ্রধরের শিষ্যা হইলেন। এবার উভয়ে একই সাধন পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; পুত্রবধুগণও তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। চন্দ্রধরের পরিবারে শান্তি আসিল; এখন আর কেহ মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আপন ভাগ্যের নিন্দা করে না। প্রভাতের তরুণ তপন এখন তাঁহাদের প্রাণে নব আশার সঞ্চার করে, সুন্দর কুসুম সুগন্ধ বিতরণ করিয়া নন্দন কাননের পরিচয় প্রদান করে, সুনীল নভোমণ্ডল অনন্তের

সংবাদ আনিয়া দেয়, বিহগের বিমল কণ্ঠ বিনিস্থত স্বরে প্রাণ বিমোহিত হইয়া বিভুগুণ গানে বিভোর হয়। এখন চন্দ্রধর নিরুদ্বেগে সাধনায় নিমগ্ন থাকিয়া একরূপ শান্তিতে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

মনসা দেবী বুঝিলেন যে, চন্দ্রধরের সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া ভাল কাজ করেন নাই, এমন সাধকের সঙ্গে শত্রুতা করা সঙ্গত হয় নাই, কিন্তু কি করেন, চন্দ্রধরের দারুণ প্রতিজ্ঞা যে তাঁহার অপমানের কারণ হইয়াছে, তিনি চন্দ্রধরের কাছে পূজার প্রার্থী হইয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই চন্দ্রধর তাঁহার উপাস্য দেবতা ভিন্ন আর কাহারও পূজা করিবেন না। তাঁহার এত চেষ্টা সকলই বৃথা হইল। এখন কিরূপে তাঁহার সম্মান রক্ষা হইবে ও চন্দ্রধরের সঙ্গে সৌহৃদ্য স্থাপিত হইবে দেবী তজ্জন্য বিশেষ চিন্তিতা হইলেন। এদিকে বেহুলার ভেলা স্রোতোবেগে ভাসিতে ভাসিতে গুণিগণের ঘাটে আসিয়া থামিয়া যায়। কত স্থানে কত গুণিগণ আসিয়া মন্ত্র তন্ত্র দ্বারা বিষ ঝাড়িয়া নামাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে কাল-বিষ যে আর নামিবার নহে; লক্ষ্মীধরের দেহ পচিতে লাগিল, বালিকা নিরাশ হইল না, সে প্রাণপণে এই গলিত দেহের শুশ্রূষা করিতে লাগিল; একটী একটী করিয়া গলিত দেহের কৃমি দূর করিয়া জলে ধৌত করিত এবং সতত দেবতাগণের করুণা ভিক্ষা করিত। "সাধনায় সিদ্ধি" ইহাই বালিকার বেদবাক্য। এই বেদবাক্যে বিশ্বাস করিয়া সকল ভয় ভাবনাকে অতিক্রম করিল। পথে কত ভয়, কত বিপদ, প্রলোভন আসিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু বালিকার স্বর্গীয় তেজে সকলই ক্ষণেকে দূর হইয়া যায়। লক্ষ্মী-

ধরের দেহ হইতে মাংস খসিয়া পড়িতে লাগিল, বালিকা ব্যাকুল ভাবে দেবতা সমীপে প্রার্থনা করিল যে, দেবতা তাহার স্বামীকে পুনর্জ্জীবিত করুন অথবা সত্বরে তাহাকে পরলোকে স্বামী সহ মিলিত করুন। অকুল সাগরাভিমুখে ভেলা ভাসিয়া চলিল, অনাহারে অনিদ্রায় বালিকার দেহ অস্থিচর্ম্মসার হইল, বালিকার সাধনায় স্বর্গের দেবগণ চমৎকৃত হইলেন। অবশেষে নেতাদেবীর অনুগ্রহে বেহুলা দেবরাজের সমীপে উপনীত হইল। বেহুলার দুঃখের কথা শুনিয়া দেবরাজের অত্যন্ত দয়া হইল। বেহুলার দুঃখ দূর করিতে তিনি কৃতসংকল্প হইলেন। দেবরাজের নিমন্ত্রণে আজ সকল দেবগণ দেব সভায় একত্রিত হইয়াছেন। বেহুলাকে সঙ্গে লইয়া নেতাদেবী দেবসভায় উপস্থিত হইয়াছেন। বেহুলার মুখে কথা সরিতেছে না, সে মনসা দেবীর পদতলে পড়িয়া অজস্রধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। নেতাদেবী বেহুলার দুঃখের কথা, সুখের কথা, তাহার পতিভক্তি এবং কঠোর সাধনার কথা বর্ণনা করিতে লাগিলেন, দেবগণের হৃদয় বিগলিত হইল। তাঁহারা সকাতরে মনসাদেবীর নিকট লক্ষীধরের পুনর্জ্জীবন প্রার্থনা করিলেন। তাঁহাদের বাক্যের উত্তরে মনসাদেবী বলিতে লাগিলেন "চন্দ্রধরের সঙ্গে বিবাদ অপেক্ষা সখ্যই আমার অধিক বাঞ্ছনীয়, কিন্তু চন্দ্রধরের দ্বারা আমি কিরূপ অপমানিত হইয়াছি তাহা দেবতারা সকলেই অবগত আছেন, চন্দ্রধর প্রাণান্তেও আমার নিকট অবনত হইবেন না, আমার প্রদত্ত কোন উপকারই গ্রহণ করিবেন না; প্রকারান্তরে চন্দ্রধরের নিকট সতত্তই আমার পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে, তবু এখনও আমি চন্দ্রধরের সখ্যের অভিলাষী,

কিন্তু চন্দ্রধর একেবারেই আমাকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। আমি চন্দ্রধরের পুত্রগণকে পুনর্জ্জীবিত করিতেছি, কিন্তু দেবতারা আমার সম্মান রক্ষার জন্য কি করিবেন, তাহা জানিতে চাই।” বেহুলার দুঃখে দেবগণ কাতর, লক্ষ্মীধরকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া বেহুলার দুঃখ দূর করিতে হইবে; এদিকে চন্দ্রধর মনসা দেবীর পূজা না করিলে মনসাদেবীর অপমান হয়। দেবগণ মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়া বলিতে লাগিলেন “প্রভো, আপনার ভক্তকে সুখ দুঃখের অজেয় করিয়াছ। যে সাধন সাগরের সুধায় নিমগ্ন রহিয়াছে, সে কি নর-জগতের শোকদুঃখে কাতর হয়? প্রভো! আপনার শিষ্যের দুঃখত দূর করিয়াছ, কিন্তু হতভাগিনী বেহুলার প্রতি কি দয়া করিবে না? সে যে স্বামী বই আর কিছুই জানে না। যে কঠোর সাধনার বলে সে আজ দেবসভায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহা কি নিষ্ফল হইবে? আর মনসা দেবী, তিনি ত আপনারই তনয়া, তাঁহার পূজার কি কোন উপায় বিধান করিবে না? যাহাতে সকল দিক রক্ষা হয়, তাহার সদুপায় করিতে আপনি বই আর কেহই সক্ষম নহে।” দেবগণের স্তবে তুষ্ট হইয়া মহাদেব বলিলেন যে, মনসাদেবী লক্ষ্মীধরকে পুনর্জ্জীবিত করুন, চন্দ্রধর তাঁহার আদেশে মনসা দেবীর পূজা করিবে।' তখন মনসাদেবী বলিলেন, “শুধু লক্ষ্মীধর কেন, আমি চন্দ্রধরের প্রিয় সখা ধন্বন্তরী এবং আমার সঙ্গে বিবাদে আর যাহারা নিহত হইয়াছে, তাহাদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিতেছি, চন্দ্রধরের যে সকল বাণিজ্যতরী সমুদ্রজলে নিমগ্ন হইয়াছিল, তাহা শত গুণ ধনরত্নে পূর্ণ করিয়া প্রত্যর্পণ করিতেছি, কিন্তু আমার পূজার জন্য স্বয়ং মহাদেব ও সকল দেবগণ দায়ী রহিলেন।”

বেহুলাকে সম্বোধন করিয়া মনসাদেবী বলিলেন, "বৎসে, তোমার মনোরথ পূর্ণ হইল, তুমি জগতে অক্ষয় কীৰ্ত্তি স্থাপন করিলে, এখন স্বামী সহ আপন আলয়ে গমন কর।" কৃতজ্ঞতায় বেহুলার প্রাণ ভরিয়া গেল, সে কোন কথা কহিতে পারিল না, দেবীর পায়ে মাথা লুঠাইতে লাগিল। মনসাদেবী দেবসভা মধ্যেই লক্ষীধরের পুনৰ্জ্জীবন দান করিলেন। চন্দ্রধরের তরণীগুলিও ধনে জনে পূর্ণ হইয়া সমুদ্রজলে ভাসিয়া উঠিল। সেই সমুদ্রকূলে ধন্বন্তরী ও চন্দ্রধরের অপর পুত্রগণও পুনৰ্জ্জীবিত হইয়া সকলে একত্র মিলিত হইল।

দেবতারা সকলে বেহুলা ও লক্ষীধরকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন। দেবগণের দয়ায় বেহুলা একেবারে মোহিত হইয়া গেল, সে কোন কথা বলিতে পারিল না, ভক্তিরসে ডুবিয়া দেবগণের পদপ্রান্তে লুঠাইয়া পড়িল। স্বর্গলোক ছাড়িয়া যাইতে তাহার মন মানিতেছে না ; কিন্তু দেবগণ বলিতে লাগিলেন, "যাও বৎসে, কিছুদিন পরে পুনরায় স্বর্গে আসিয়া সকলের সঙ্গে মিলিত হইবে। এখন তোমার ভাশুরেরা অন্যান্য লোকজন সহ সমুদ্রতীরে অপেক্ষা করিতেছেন। তুমি তাহাদিগকে লইয়া তোমার শ্বশুরের নিকট গমন কর।" নেতাদেবীকে সকল সৌভাগ্যের মূল জানিয়া বেহুলা তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ হইল। মুখে কথা বাহির হইতেছে না, কম্পিত কণ্ঠে কেবল "মা" বলিয়া আর কিছু বলিতে পারিল না। নেতাদেবীর পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিল। নেতাদেবী সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "তোমার গুণে আমি চিরদিনের জন্য বশ হইলাম, যাও বাছা, এখন

আত্মীয় স্বজনগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া গৃহে গমন কর। তরণীতে ঘট স্থাপন করিয়া মনসাদেবীর পূজা করিও।” অতঃপর দেবগণের আদেশে বেহুলা স্বামী সহ স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সমুদ্রতীরে সকলের সঙ্গে মিলিত হইল। বেহুলাকে সকলের পুনর্জ্জীবনের কারণ জানিয়া সকলে বেহুলার নিকট যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। বেহুলা গুরুজনের পদবন্দনা করিয়া স্বামীসহ তরণীতে আরোহণ করিল, এবং নেতাদেবীর আদেশ মত ঘট স্থাপন করিয়া মনসাদেবীর পূজা আরম্ভ করিয়া দিল তরণীগুলি ক্রমে ক্রমে আসিয়া নদীতে প্রবেশ করিল, আরোহিগণ মনসাদেবীর গুণগান করিতে করিতে চম্পক নগরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

তরণিগুলি চম্পক নগরের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। একদিন চন্দ্রধর নদীতীরে যে স্থানে লক্ষ্মীধরকে ভেলায় উঠাইয়া অকূল পাথারের দিকে ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, সেই স্থানে বসিয়া আছেন। তাঁহার মনে সেই দিনের শোকাবহ দৃশ্যের কথা জাগিয়া উঠিল। লক্ষ্মীধরের মৃত দেহের সঙ্গে জীবিতা বেহুলাও ভাসিয়া গিয়াছে। হায়! নিরাশ্রয়া বালিকাকে কি দেবতারা রক্ষা করিয়াছেন? বেহুলার জন্য তাঁহার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইল। এমন সময়ে এক ব্যক্তি ঊর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া সংবাদ দিল, যে বেহুলার সাধনায় মনসা দেবী সন্তুষ্ট হইয়া লক্ষ্মীধর প্রভৃতিকে পুনর্জ্জীবন দান করিয়াছেন। তাহারা সকলে তরণীতে মনসা দেবীর ঘট স্থাপন করিয়া মনসা দেবীর পূজা করিতে করিতে অনতিদূরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। চন্দ্রধর বিষয় বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। উপাস্য দেবতাকে স্মরণ করিয়া বলিলেন, “আবার

এ পরীক্ষা কেন ?" চন্দ্রধর বিষম সমস্যায় পড়িলেন, এখন কর্ত্তব্য স্থির করা তাঁহার নিকট কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে এই সংবাদ চম্পক নগরে প্রচারিত হইল, চম্পক নগরবাসী উর্দ্ধশ্বাসে নদীর দিকে ধাবিত হইল। চন্দ্রধর তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া দ্রুত বেগে নিকটবর্ত্তী কাননের দিকে ছুটিলেন। কাননের গভীর প্রদেশে প্রবেশ করিয়া উপাস্য দেবতার আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন। যোড় হস্তে উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রভো এ দাসের প্রতি কি দয়া হইবে না ? বার বার এ পরীক্ষা কেন ? আর যে সহ্য হয় না। আর না, আর সংসারে প্রবেশ করিতে প্রাণ চায় না। পরিবার পরিজন ও বিষয় সংসার পরিত্যাগ করিয়া অনন্যকর্ম্মা হইয়া তোমারই চরণ ধ্যানে সতত নিযুক্ত রহিব, ইহাই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। প্রভো! তোমার অধম সেবককে কর্ত্তব্য পথ দেখাইয়া দাও।"

চন্দ্রধর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। হঠাৎ অন্ধকার ঘুচিয়া গেল ; দিব্য জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইল, অন্তর বাহির সে জ্যোতিতে পূর্ণ হইল ; অখিল ব্রহ্মাণ্ড সে জ্যোতিতে ডুবিয়া গেল। সে জ্যোতির মধ্যে চন্দ্রধরের উপাস্য দেবতা বিরাট বেশে দেখা দিলেন। চন্দ্রধরের প্রাণ অমৃতরসে সিক্ত হইল। সেই বিরাট চন্দ্রধরকে বলিতে লাগিলেন, "চন্দ্রধর, তোমার সাধনা পূর্ণ হইয়াছে, তুমি মায়া মোহকে সম্পূর্ণ রূপে জয় করিতে পারিয়াছ, সংসারে তোমার আর কোন ভয়ের কারণ নাই। যাও, সংসারে থাকিয়া পরিবার পরিজন প্রতিপালন কর। তুমি আমার আদেশে মনসা দেবীর পূজা করিয়া তাহার সহিত সৌজন্য স্থাপন কর, আমি

তাহাতে পরম পরিতুষ্ট হইব।” চন্দ্রধর ভক্তিরসে পরিপ্লুত হইয়া প্রাণের অস্ফুট ভাষায় বলিলেন, “প্রভো, তোমার যাহাতে সন্তোষ তাহাই যে আমার একমাত্র করণীয়। তোমার আদেশ অবশ্যই পালন করিব।”

দেখিতে দেখিতে জ্যোতিঃ মিলাইয়া গেল। চন্দ্রধরের ধ্যান ভঙ্গ হইল। প্রাণের দেবতা তাহাকে গৃহে গিয়া পরিবার পরিজন প্রতিপালন ও মনসা দেবীর পূজা করিতে বলিয়াছেন, তিনি অবশ্যই উপাস্য দেবতার আদেশ পালন করিবেন। সাধনার ব্যাঘাত জন্মিবে বলিয়াইত এতদিন তিনি মনসা দেবীর পূজা করেন নাই। তাঁহার উপাস্য দেবতা অভয় দান করিয়াছেন, তিনি যদি মনসা দেবীর পূজায় সন্তুষ্ট হন, তবে আর মনসা পূজায় চন্দ্রধরের কি আপত্তি থাকিতে পারে? চন্দ্রধর কানন হইতে বহির্গত হইলেন।

এদিকে তরণীগুলি ঘাটে আসিয়া লাগিল, নদীতীরে লোকারণ্য হইয়াছে, সকলে ব্যাকুল ভাবে চতুর্দ্দিকে চন্দ্রধরের সন্ধান করিতে লাগিল। এমন সময়ে কানন হইতে বাহির হইয়া আসিতে তাহারা চন্দ্রধরকে দেখিতে পাইল। সেই লোকারণ্য তাঁহার দিকে ধাবিত হইল, সকলে সকাতরে তাঁহার অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে লাগিল। বেহুলা দ্রুতবেগে আসিয়া চন্দ্রধরের পা দুখানি জড়াইয়া ধরিল। অশ্রুজলে চন্দ্রধরের পদদ্বয় ধৌত হইয়া গেল। চন্দ্রধর সস্নেহে বেহুলার হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন, “মা, তোমাদের আর দুঃখ করিতে হইবে না, আমার উপাস্য দেবতার আদেশে তাঁহার সন্তোষের জন্য আমি মনসা দেবীর পূজা করিব।”

তখন চম্পক নগরবাসী আনন্দিত হইয়া চন্দ্রধরের জয়ধ্বনি করিল। অপর সকলে ও নিজ নিজ আত্মীয় স্বজনসহ মিলিত হইয়া পরস্পর কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসাবাদ করিতে করিতে গৃহে গমন করিল।

কয়েক দিন ব্যাপিয়া চম্পক নগরে আনন্দোৎসব চলিতে লাগিল। বেহুলার যশে চারিদিক পূর্ণ হইল, দেশ দেশান্তর হইতে লোক আসিয়া স্বর্গের দেবী জ্ঞানে বালিকা বেহুলার পায়ে প্রণাম করিল।

যথাবিধি চন্দ্রধর মনসার পূজা সমাপন করিলেন। পূজায় দেবী সন্তুষ্ট হইয়া চন্দ্রধরকে দেখা দিয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। চন্দ্রধর কোন আকাঙ্ক্ষার বস্তু খুঁজিয়া পাইলেন না; বলিলেন "দেবি, আপনার প্রতি কোন অন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকিলে ক্ষমা করুন।" দেবী উত্তর করিলেন "সে সকলই পূর্ব্বেই ক্ষমা করিয়াছি, তোমার সাধনার দৃঢ়তা দেখিয়া আমি যথেষ্ট প্রীত হইয়াছি, তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর।"

চন্দ্রধর উপাস্য দেবতার পূজা ভিন্ন আর কিছুই চাহেন না বলিলেন, "দেবি তবে আশীর্ব্বাদ করুন, উপাস্য দেবতার চরণে আমার অচলা ভক্তি যেন চিরদিন সমভাবে থাকে।" দেবী পুলকিত হইয়া বলিলেন "চন্দ্রধর, এ জগতে তুমিই ধন্য; ধন্য তোমার সাধনা। তোমার সহবাসে দেবতারাও কৃতার্থ হন, আমি তোমার সাধনার ব্যাঘাত জন্মাইব না। তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী হইয়া তোমার গৃহে অবস্থান করিব এবং তোমার সাধন পথের সহায় হইব।"

দেবী চন্দ্রধরকে আশীর্ব্বাদ করিয়া অদৃশ্য হইলেন।

অতঃপর চন্দ্রধর পরম শান্তিতে সাধনরাজ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

সমাপ্ত।